ইসলামী মূল আক্বীদাহর বিশ্লেষণ

মূলঃ

ফজীলাতুশ শাইখ

মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উসাইমীন
সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ,
সৌদীআরব।

অনুবাদে ঃ

মুহাম্মদ আলীমুল্লাহ বিন এহসান উল্লাহ

প্রকাশনায়:
উম্মুল হামাম দা'ওয়া ও এরশাদ কার্যালয়
ফোন- ৪৮২৬৪৬৬ / ৪৮৮৪৪৯৬
ফ্যাক্স - ৪৮২৭৪৮৯
রিয়াদ - সৌদী আরব।

Kingdom of Saudi Arabia
The Cooperative Office For Call And Guidance
To Communities at Um AL- Hammam
Under The Supervision Of The Ministry Of Islamic Affairs
Endowment Guidance & Propagation
Tel. 4826466 / 4884496 Fax 4827489 - P.O. Box 31021 Riyadh 11497

ইসলামী মূল আক্বীদাহর বিশ্লেষণ

মূলেঃ

মহামান্য শায়খ
মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উসাইমীন
সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ,
সৌদীআরব।

অনুবাদে ঃ

মুহাম্মদ আলীমুল্লাহ বিন এহ্সান উল্লাহ্

প্রকাশনায়
উম্মুল হামাম দা'ওয়া ও এরশাদ কার্য্যালয়
ফোন- ৪৮২৬৪৬৬ / ৪৮৮৪৪৯৬
ফ্যাক্স - ৪৮২৭৪৮৯
রিয়াদ - সৌদী আরব।

ⓗ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأم الحمام، ١٤٢٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين ، محمد بن صالح

شرح اصول الايمان / ترجمة محمد عليم بن احسان الله

. – الرياض .

١٧٦ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ١-٤-٩١٨٠-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- الايمان (الاسلام)   ٢- التوحيد

أ- ابن احسان الله ، محمد عليم الله (مترجم) ب- العنوان

ديوي ٢٤٠   ٢٣/١٩٦٤

رقم الإيداع : ٢٣/١٩٦٤

ردمك : ١-٤-٩١٨٠-٩٩٦٠

حقوق الطبع محفوظة للمكتب التعاوني
للدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بام الحمام
ولايسمح بطبعه إلا بإذن خطي
من المكتب إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً

الطبعة الأولى

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

সূচীপত্র

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য প্রশংসা যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র রব প্রভু-প্রতিপালক। তিনি আমাদের সকলের একমাত্র ইলাহ্ বা সত্য মাবুদ। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তায় যেমন এক ও অদ্বিতীয় তেমনি তাঁর গুণাবলীতেও অনন্য ও অতুলনীয়। দরূদ ও সালাম সেই মহান নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যাকে আল্লাহ তা'আলা সত্য-সঠিক দ্বীন ইসলাম সহকারে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমাতুল লিল 'আলামীন রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবায়ে কেরামগণের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি যারা নিষ্ঠার সাথে কোরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলে।

জেনে রাখুন, দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি হল ঈমান, অর্থাৎ সহীহ্ আক্বীদাহর উপর। অথচ আজ আমাদের মুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকবর্তিকা এবং ঈমান ও আকীদাহর জ্ঞান থেকে বহুদূরে

অবস্থান করার ফলে তারা কুফর, শির্ক এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)

অর্থঃ "তাদের অধিকাংশ আল্লাহর উপর ঈমান রাখে,কিন্তু তারা শির্ক করে।"

(সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০৬)

লেখক এই পুস্তিকাটিতে ইসলামী আকীদাহর মূল ভিত্তি সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। নির্ভেজাল ইসলামী আকীদাহর জ্ঞানার্জনের জন্য বইটির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাভাষায় উহার অনুবাদ করার জন্য আমি প্রয়াসী হই।

অনুবাদে কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল। অসীম দয়ালু আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন খালেসভাবে আমার এই পরিশ্রম কবুল করেন এবং এই কিতাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতে নাজাতের ওসীলা করে দেন। আমীন

আবু মাহমুদ, মুহাম্মদ আলীমুল্লাহ

পোঃ দারোগার হাট - ৩৯১২

ছাগল নাইয়া, ফেনী- বাংলাদেশ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাই। তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট তাওবা করি। সমস্ত বিপর্যয় ও কুকীর্তি হইতে রক্ষার জন্য আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দান করেন, তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই।

অতঃপর, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও তার রাসূল।

আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার রাসূল মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, তাঁর বংশধর ও সাহাবায়ে কেরামগণের উপর এবং যারা তাঁদের প্রদর্শিত পথের সঠিক অনুসারী হবে তাদের উপর।

জেনে রাখুন, ইল্‌মে তাওহীদ, তথা আল্লাহর তা'আলার একত্ববাদের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা মহৎ ও পবিত্র। কেননা, ইলমে তাওহীদ হল: আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং বান্দাহর উপর তাঁর অধিকার সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর এটাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ এবং ইসলামী শরিয়তের মূল ভিত্তি। এজন্যই সমস্ত নবী-রাসূলগণের দাওয়াত ও আহ্বান ছিল এরই প্রতি কেন্দ্রীভূত।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

((ومـــا أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا اله إلا أنا فاعبدون))

অর্থ: "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার প্রতি এ প্রত্যাদেশই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত

সত্যিকার কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই এবাদত কর।"

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত - ২৫)

ইহা সেই তাওহীদ যার স্বাক্ষ্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের জন্য দিয়েছেন এবং স্বাক্ষ্য দিয়েছেন তার ফেরেশ্‌তাগণ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ। আর ইহাই আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((شهد الله أنه لاإله الا هو والملائكة وأولوالعلم قائما بالقسط لاإله إله هو العزيز الحكيم))

অর্থ: "আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন: তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং ফেরেশ্‌তাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীজনও সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ(উপস্য) নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত - ১৮)

তাওহীদের তাৎপর্য ও মর্যাদা যেহেতু অপরিসীম,তাই প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য্য দায়িত্ব হলো "আল্লাহর তাওহীদ" বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান শিক্ষা করা, অন্যকে উহার শিক্ষা প্রদান করা এবং তাওহীদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্ত াভাবনা করা। যাতে করে, সে প্রশান্ত মন নিয়ে স্বীয় দ্বীনকে এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে, যার সফলতা ও পরিণাম নিয়ে সে সুখী হতে পারে।

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম সেই মহান ধর্ম বা সত্য ও সঠিক জীবন বিধান, যা সহকারে আল্লাহ পাক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রাহমতুল লিল আ'লামীন রূপে প্রেরণ করেন এবং আল্লাহ পাক তদ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম রহিত করে দেন। ইসলামের দ্বারা বান্দাহদের উপর আল্লাহর নেয়ামতের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বিশ্ব মানবতার জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনিত করেন। তিনি কারো থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম (জীবন-বিধান) কবুল করবেন না।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((مـا كـان محمـد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين))

অর্থ: "মোহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর

রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।" (সূরাঃ আহ্‌যাব, আয়াত-৪০)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((الـــيوم أكملـــت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا))

অর্থঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সুসম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"(সূরাঃমায়েদাহ, আয়াত-৩)

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেনঃ

((ان الدين عند الله الإسلام))

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৯)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين))

অর্থ: "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অনুসন্ধান করে, কস্মিণকালেও তার নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ।"

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৮৫)

আল্লাহ পাক মানবকূলের উপর তার মনোনীত এই দ্বীন গ্রহণ করা ফরজ করে দিয়েছন। তিনি স্বীয় নবীকে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ

((قل يأيها الناس اني رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا اله ألا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون))

অর্থ: "(হে মোহাম্মদ) বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর রাসূল। সমগ্র আসমান ও

যমিনে যার রাজত্ব। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তার প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ ও তার সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর,যাতে করে তোমরা সঠিক সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।"

(সূরা আল-আরাফ, আয়াত ঃ ১৫৮)

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণীত হাদীসে আছে, হজরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন:

"সেই মহান আল্লাহর কসম, যার হাতে মোহাম্মাদের জীবন, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত হবে, সে এই উম্মতের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খ্রীষ্টান হোক; অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে যাবে।"

❁ *রাসূলের প্রতি ঈমানের অর্থ:*

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছেন সে সব বিষয়কে বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করা ও উহার প্রতি অনুগত হওয়া। শুধু বিশ্বাসের নাম ঈমান নয়। এজন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা আবু তালেব মুমিন হতে পারেননি, অথচ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনিত ইসলাম সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম।

ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্টাবলী

এক-পূর্ববর্তী সব ধর্মের কল্যাণসমূহ ইসলামে নিহিত আছে। তাই ইসলামের আগমনের পর পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্ম ও গ্রন্থসমূহ রহিত হয়ে যায়। বরং অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বৈশিষ্টতা এই যে, ইহা স্থান-কাল-জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য উপযোগী।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন ঃ
((وأنزلـــنا إليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يد يه من الكتاب ومهيمنا عليه))

অর্থ: "আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী।"

(সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত - ৪৮)

ইসলাম ধর্ম স্থান-কাল-জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য উপযুক্ত। এর অর্থ এই যে, ইসলামের প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন কোন যুগে বা কোন দেশে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয়। বরং উহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর ও উপযোগী। আবার এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম সর্বদা প্রত্যেক স্থান, কাল ও জাতির প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে থাকবে; যেমন কোন কোন লোক সেটাই চায়।

দুই - ইসলাম সেই মহা সত্য দ্বীন, যদি কোন জাতি (সম্প্রদায়) তার সঠিক অনুকরণ করে তা হলে তাদের প্রতি

আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং জগতের সব ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((هــو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون))

অর্থ: "তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন। যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"

(সূরা আছ্ছফ: আয়াত - ৯)

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

((وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليسـتخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهـم أمنا يعبدوننى لايشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون))

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে

ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে। যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হয়, তারা হলো ফাছেক।"

(সূরা আন্-নূর, আয়াত - ৫৫)

তিন- ইসলাম: আকিদাহ্ ও শরীয়াত উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়ের নাম। ইসলাম তার মৌলিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধানে পূর্ণাঙ্গ। যেমন-

১। ইসলাম আল্লাহর একত্ববাদের আদেশ দেয় এবং শির্ক থেকে নিষেধ করে।

২। ইসলাম সত্যের আদেশ দেয় এবং মিথ্যা থেকে নিষেধ করে।

৩। ইসলাম ন্যায় ও ইন্‌সাফের নির্দেশ দেয় এবং জুলম অত্যাচার থেকে নিষেধ করে।

৪।ইসলাম আমানত আদায়ের নির্দেশ ও তাকীদ দেয় এবং আমানতের খেয়ানত করা নিষেধ করে।

৫। ইসলাম প্রতিশ্রুতি রক্ষার নির্দেশ দেয় এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ থেকে নিষেধ করে।

৬।ইসলাম মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও আনুগত্যের হুকুম দেয় এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা থেকে নিষেধ করে।

৭। ইসলাম আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম দেয় এবং সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা থেকে নিষেধ করে।

৮। ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয় এবং অসদ্ব্যবহারে বাধা দেয়।

সারকথা, ইসলাম সর্ব প্রকার উত্তম চরিত্রের আদেশ দেয় এবং যাবতীয় কুচরিত্র থেকে নিষেধ করে। প্রতিটি সৎকর্মের হুকুম দেয় ও প্রতিটি অপকর্ম থেকে নিষেধ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

((ان الله يأمــربالعدل والإحســـان وإيتاء فلذى القـــربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون))

অর্থ: "আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গস্থহণ কর।

(সূরা নাহল আয়াত - ৯০)

ইসলামের ভিত্তিসমূহ

ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি। এগুলো হযরত আব্দুল্লাহ বিন্ ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর একটি হাদীসে উল্লেখিত আছে। তিনি এরশাদ করেছেন:

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর; যথা: (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বুদ বা উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও তার প্রেরিত রাসূল। (২) নামাজ কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযানের রোজা রাখা এবং (৫) কাবাঘরের হজ্জব্রত পালন করা।"

এক ব্যক্তি হাদীসের ধারাবাহিক বর্ণনায় হজ্জ্বকে রামযানের রোজার আগে উল্লেখ করলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) তা অস্বীকার করে বললেন: 'রামযানের রোজা এবং হজ্জ্ব' এভাবেই

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি।

(বোখারী ও মুসলিম, ভাষা মুসলিমের)

১ম ভিত্তি: শাহাদত বাক্য

شـــهادة أن لا إلـــه الاالله وأن محمدا عبده ورسوله

এর অর্থ হলো: "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তার রাসূল।" এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং মুখে উচ্চারণ করা। এই বাক্যে একাধিক বিষয় থাকা সত্ত্বেও উহাকে ইসলামের একটি ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আর তা এই জন্য যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর দ্বীনের প্রচারক হেতু তাঁর উবুদিয়্যাত ও রেসালাত তথা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল হওয়ার স্বাক্ষ্য প্রদান -

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু- এর সাক্ষ্য প্রদানের সম্পূরক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই দুটি স্বাক্ষ্যই সমস্ত ইবাদত ও সৎকর্ম সহীহ-শুদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত। কারণ কোন ইবাদত শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তার মধ্যে দুটি শর্ত পাওয়া যায়; (ক) ইখলাছ অর্থাৎ- শিরক থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা, (খ) মুতাবায়াত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষা ও পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাদতগুলো সম্পাদন করা। ইখলাছের দ্বারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর সাক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ ভাবে আনুগ ত্যের দ্বারা "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" এর সাক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়।

۞ *মহান কালিমায়ে শাহাদাত-এর অন্যতম প্রধান ফল হলোঃ*

অন্তর ও আত্মাকে সৃষ্টির গোলামী থেকে এবং নবী রাসূলগণ ছাড়া অন্যের আনুগত্য থেকে মুক্ত করা।

২য় ভিত্তি: নামাজ কায়েম করা

এর অর্থ হলো: সঠিক পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী সুসম্পূর্ণ পন্থায় নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত সম্পাদন করা।

নামাজের অন্যতম ফল হলো

মনের প্রশান্তি, চক্ষের শীতলতা এবং অশ্লীল ও ঘৃণ্য কর্ম-কাণ্ড হতে বিরত থাকা।

৩য় ভিত্তি: যাকাত প্রদান

যাকাতের উপযুক্ত ধন-সম্পদে নির্ধারিত পরিমাণ মাল ব্যয়ের মধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।

যাকাত প্রদানের অন্যতম উপকারিত

যাকাত প্রদানের মধ্যমে কৃপণতার মত হীন চরিত্র হতে আত্মাকে পবিত্র করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের অভাব পূরণ করা।

৪র্থ ভিত্তি: রমজানের সিয়াম

রমজান মাসে দিনের বেলায় রোজা ভঙ্গকারী বিষয়াদি যেমন, পানাহার, যৌনাচার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত পালন করা।

রোজার অন্যতম উপকারিতা

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় স্বীয় কামনা-বাসনা বিসর্জনের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা।

৫ম ভিত্তিঃ বয়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা

এর অর্থ হলোঃ হজ্জের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ পালনের জন্য বয়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে গমনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের এবাদত করা।

হজ্জের অন্যতম উপকারিতা

আল্লাহর আনুগত্যে আপন শারিরীক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যয় করার উপর আত্মার অনুশীলন করা। এই কারনে হজ্জ পালন আল্লাহর পথে এক প্রকার জিহাদ হিসেবে পরিগণিত।

আমরা যে সমস্ত উপকারিতা উপরে উল্লেখ করেছি এবং যা উল্লেখ করিনি, সবগুলোই মুসলিম উম্মতকে এমন এক স্বছ ও পবিত্র জাতি হিসেবে গড়ে তোলতে পারে যারা সমর্পণ করবে নিজেদেরকে একমাত্র আল্লাহর কাছে। সৃষ্টিজগতের সাথে ন্যায় ও সততার আচরণ করবে। ইসলামের এই ভিত্তিসমূহ সংশোধনের উপর নির্ভর করবে শরীয়াতের অন্যান্য বিধানগুলোর

সংশোধন। মুসলিম উম্মতের সার্বিক পরিস্থিতির সুস্থতা উক্ত ভিত্তিগুলোকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা ও ভুল-ত্রুটি হলে সমপরিমাণে নিজেদের অবস্থারও অবনতি ঘটবে।

যে আমার উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে চায় সে যেন কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে ঃ

((ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بـــركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذنا هم بمـــا كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بـــياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضـــحى وهم ليعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون))

অর্থ: ”জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং তাক্ওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যা বলে

প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি। জনপদের অধিবাসীরা এব্যাপারে কি নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বেনা! যখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলায় এসে পড়বেনা! যখন তারা াকবে খেলা-ধুলায় মত্ত। তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও কে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।

(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ঃ ৯৬-৯৯)

এইসাথে অতীত লোকদের ইতিহাসের প্রতিও তার লক্ষ্য করা উচিত। কেননা, ইতিহাসে রয়েছে বুদ্ধিমান এবং যাদের অন্তরে আবরণ পড়েনি এমন লোকদের জন্য প্রচুর জ্ঞান ও শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু। আল্লাহই আমাদের সহায়।

ইসলামী আক্বীদাহর ভিত্তিসমূহ

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম আক্বীদাহ ও শরীয়তের সমষ্টির নাম। ইতিপূর্বে ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিসমূহের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী আকিদাহর ভিত্তি সমূহ যা পবিত্র কোরআনে করীম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা হল: ঈমান আনা আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশ্তাগণের উপর, তাঁর অবতীর্ন কিতাব সমূহের উপর, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের উপর, কিয়ামতের দিনের উপর এবং ভালো-মন্দসহ তার তক্বদীরের উপর।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন করীমে এরশাদ করেন ঃ

((لـيس الـبر أن تولـوا وجوهكم قبل المشرق والمغـرب ولكـن الـبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين))

অর্থ: "সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে; বরং সৎকাজ হল: ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশ্‌তাদের উপর, আসমানী কিতাবসমূহের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত -১৭৭)

ভাগ্য বা তাক্বদীর সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((إنـــا كـــل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنآ إلا واحدة كلمح بالبصر))

অর্থ: "নিশ্চয় আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি পরিমিতভাবে। আমার কাজ তো সম্পন্ন হয় এক মুহুর্তে, চোখের পলকের মত।"

(সূরা আল-ক্বামার, আয়াত - ৫৯-৫০)

প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্‌রীলে বর্ণিত আছে যে, জিব্‌রীল (আঃ) উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম)কে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন- "ঈমান হলো: তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকাল ও ভাল মন্দসহ তার তক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।"

(মুসলিম শরীফ)

১ম ভিত্তি : আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ঃ

আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: যথা-

১- আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর ঈমান।

ফিত্‌রাত, যুক্তি ও শরীয়ত এবং অনুভব শক্তি সবই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ করে:-

(ক) ফিতরতের আলোকে আল্লাহর অস্থিত্ব

আল্লাহর অস্তিত্বের উপর ফিত্‌রতী প্রমাণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চিন্তা ও শিক্ষা ছাড়াই স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। যদি পরিবেশ খারাপ না করে তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু পিতা-মাতাই তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়, ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন ঃ

كــل مولــود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجسانه.

অর্থ ঃ প্রতিটি শিশুই ইসলামী ফিতরতের উপর জন্ম নেয়, কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।

(বোখারী)

(খ) *যুক্তির আলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব*

(ক) সৃষ্ট-জগতের প্রতি লক্ষ করলে আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্রীর সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা জ্ঞান বুদ্ধিকে এমন এক সত্ত্বার সন্ধান দেয় যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন এবং যিনি যাবতীয় বস্তু সামগ্রীকে বিশেষ হেকমতের দ্বারা তৈরী করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ সে সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ জাল্লা-শানুহূই হতে পারেন। আর গোটা এই বিশ্ব-সৃষ্টির সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্ব ও তাঁর অসীম কুদরত ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(খ) জগতের কোন বস্তু স্রষ্টা ব্যতীত আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না অথবা সে নিজের স্রষ্টাও হতে পারে না। কেননা, প্রতিটি ঘটনার একজন ঘটক থাকতে হয়। তাই সমগ্র বিশ্ব-জগৎ এমন এক মহাশক্তিমান পবিত্র সত্তার মুখাপেক্ষী, যিনি এ বিশাল বিশ্ব

সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম। আর তিনিই হলেন আল্লাহ, নিখিল বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক।

আল্লাহ্ পাক কোরআনুল করীমের সূরা আত্ব-তুরে এই যুক্তিসঙ্গত দলীল উল্লেখ করে বলেন ঃ

((أم خلقـــوا من غير شيئ أم هم الخالقون أم خلقـــوا السموات والأرض بل لا يوقنون - أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون))

অর্থঃ "তারা কি নিজেরাই আপনা-আপনি সৃষ্ট হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক?

(সূরা তূর, আয়াত ঃ ৩৫-৩৭)

তাই হযরত জুবাইর ইবনে মোত্য়িম (রাঃ) বলেন: ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি একদিন রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পড়তে শুনি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন

উপরোল্লিখিত আয়াতে পৌঁছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রাঃ) বলেন, মনে হলো যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাক শ্রবণের এটাই ছিল আমার প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সে দিনই ঈমান আমার অন্তরে স্থির হয়ে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল (বোখারী)

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে এ যুক্তিটাকে আরো স্পষ্ট ভাবে অনুধাবন করা যায়। যেমন, কোন লোক যদি আপনাকে এমন একটি বিরাট প্রাসাদের কথা বলে যার চর্তুপাশ্বে বাগান, ফাঁকে-ফাঁকে রয়েছে প্রবাহমান নদ-নদী ও লেক, প্রাসাদে রয়েছে সাজ-সজ্জার সব সরঞ্জামাদি। অতঃপর যদি সে বলে যে, এ প্রাসাদ ও তার অন্তর্গত সব জিনিস নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে বা আপনা-আপনি আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তখন আপনি বিনা দ্বিধায় তা অস্বীকার করবেন, বরং তার কথাকে বড় ধরনের বোকামী বলে আখ্যায়িত করবেন। তাহলে এ বিশাল আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে লক্ষ-লক্ষ অনুপম সৃষ্টি কি নিজেই নিজের স্রষ্টা বা স্রষ্টা ছাড়াই

কি তা আপনা-আপনিই অস্তিত্ব লাভ করেছে?

(গ) *শরীয়াতের আলোকে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব*

সব আসমানী গ্রন্থ আল্লাহর অস্তিত্বের কথা বলেছে। ঐ সব গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান সমূহ বিধি-বিধান সৃষ্টিজগতের কল্যাণের জন্যই লিখা হয়েছে। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ সব বিধানগুলো এমন প্রজ্ঞাময়, প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যিনি নিজের সৃষ্টির সার্বিক কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে বিজ্ঞ।

আর পৃথিবীর বিভিন স্থানে ভিবিন্ন বিষয়ে সৃষ্টিগত যে সব সংবাদ সরবরাহ হচ্ছে এবং বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা তার সত্যতা প্রতিপাদন করছে তা প্রমাণ করে যে, সে মহান প্রতিপালক এ সব জিনিস সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

(ঘ) *ইন্দ্রিয় শক্তির আলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব*

(ক) প্রার্থনাকারী তথা নিঃসহায় ও উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ যখন দুনিয়ার সব সহায়-সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহকে ডাকে তখন আল্লাহ্ তাদের দোয়া কবুল করে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। যা আমরা সচরাচর প্রত্যক্ষ করে থাকি। এর দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

((ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبناله))

অর্থ: "স্মরণ করো নূহকে, পূর্বে সে যখন আমাকে আহ্বান করেছিল তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম।"

(সূরা: আম্বিয়া-৭৬)

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم))

অর্থ: "স্মরণ করো, তোমরা যখন তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করছিলেন।"

(সূরা আন্‌ফাল-৯)

হজরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবা প্রদানের সময় এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহর নবী দু'হাত তোলে দোয়া করলেন। ফলে আকাশে মেঘ জমলো পর্বত সদৃশ এবং আল্লাহর নবী মিম্বার হতে অবতরণ করার পূর্বেই বৃষ্টিপাত শুরু হলো। এমন কি, রাসূলের দাড়ী মুবারক হতে পানির ফোটা পড়তে লাগলো।

দ্বিতীয় জুমায় সে বেদুঈন বা অন্য কেউ এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এবং ধন-সম্পদ ডুবে গেছে। আমাদের জন্য দোয়া করুন।

অতঃপর তিনি দু'হাত তোলে বললেন: 'হে আল্লাহ, আমাদের চতুর্পার্শ্বে, আমাদের উপর নয়। তিনি যেদিকে ইঙ্গিত করতেন মেঘ সেদিকে সরে যেত।' (বোখারী ও মুসলিম) এখনও যে দোয়া কবুল হয় তা একটি সর্ববিদিত কথা। হ্যাঁ, দোয়া কবুল হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে।

(খ) আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের হাতে তাঁদের রেসালাত ও নবুওয়াত প্রমান করার জন্য যেসব মু'জেযা বা সাধারণের সাধ্যতীত অলৌকিক ঘটনাসমূহ প্রকাশ করে থাকেন যা লোকগণ দেখে বা শুনে তা ঐ মু'জেযাপ্রকাশক নবী-রাসূলগণ প্রেরন কারী আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপর অকাট্য দলীল বা প্রমাণ।

উদাহরণ(১)- মুসা আলাইহিস্ সালামের মু'জেযা প্রকাশ

যখন আল্লাহ পাক মুসা(আঃ)কে নির্দেশ দিলেন যে, স্বীয় লাঠি দ্বারা সমুদ্রের মধ্যে আঘাত করতে। মুসা

(আঃ) আঘাত করলেন। ফলে, সমুদ্রের মধ্যে বারটি শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায় এবং দুপার্শ্বের পানি বিশাল পবর্তসদৃশ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم))

অর্থ: "অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।"

(সূরা আশ্ শো'আরা আয়াত ঃ ৬৩)

উদাহরণ(২)- ঈসা আলাইহিস্ সালামের মু'জেযা

তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন এবং তাদেরকে কবর থেকে বের করে আনতেন আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঈসা (আঃ)এর ব্যাপারে ঃ

((وأحيي الموتى بإذن الله))

অর্থ: "আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে।"

(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ৪৯)

((وإذ تخرج الموتى بإذني))

অর্থ: "এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিতে।"

(সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ঃ ১১০)

উদাহরণ(৩)-মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জেযা।

কোরাইশগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তাঁর রেসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাঁদের দিকে ইশারাহ করেন, অতঃপর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং উপস্থিত সবাই এই ঘটনা অবলোকন করেন।

এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((اقتربــت الســاعة وانشــق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر))

অর্থ: "কিয়ামত আসন্ন এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত এক প্রকার জাদু।"

(সূরা আল্-ক্বামার, আয়াত ঃ ১-২)

ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুধাবন যোগ্য উপরোক্ত নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ যেগুলো আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলদের সাহায্যের জন্য ঘটান, আল্লাহর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

২য়-আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বের উপর ঈমান

এর অর্থ হলো- এই কথা স্বীকার করা যে তিনিই নিখিল বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই দুনিয়া-আখেরাতের মালিক ও সমগ্র জগৎ বাসীর প্রভু-

প্রতিপালক। আর তিনিই বিশ্ব জগতের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় একক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই, কোন মালিক নেই, তিনি ব্যতীত কারো নির্দেশ প্রদানের কোন অধিকার নেই এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((ألا له الخلق والأمر))

"জেনে রাখো, সৃষ্টি আর হুকুম প্রদানের মালিক তিনিই।"

(সূরা আল আরাফ, আয়াত ঃ ৫৪)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير))

অর্থ: "উনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুরবীচির আবরণেরও অধিকারী নয়। (সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ১৩)

সৃষ্টি জগতের কেহ আল্লাহর রবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বের অস্বীকার করে নাই কতিপয় হতভাগ্য ছাড়া, যারা অন্ত রে বিশ্বাস না করে অন্যায় ও অহংকার ভরে তা অস্বিকার করে। যেমন ফেরাউনের বেলায় ঘটে ছিল যখন সে তার জাতিকে বললো ঃ

((قال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى))

অর্থ: "সে (ফেরাউন) বলল, আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন।" (সূরা আন্ নাযিআত, আয়াত ঃ ২৪-২৫)

ফেরাউন আরো বলল ঃ

((ياأيهاالملأ ما علمت لكم من إله غيرى))

অর্থ: "হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে।"

(সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৩৮)

ফেরাউন একথা অহংকার করে বলেছিলো, তার অন্তরের বিশ্বাসের সাথে নয়।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا))

অর্থ: "তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল।"

(সূরা আন নমল, আয়াত ঃ ১৪)

মুসা(আঃ)ফেরাউনকে লক্ষ্য করে বলেন,

((لقـد علمت ماأنزل هولاء إلارب السموات والأرض بصائر. وإنى لأظنك يافرعون مثبورا))

অর্থ: "মুসা বললেন, তুমি জান যে আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নাযিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ।" (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত ঃ ১০২)

তাই, আরবের মুশরেকরা আল্লাহর উলূহিয়্যাত বা ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্‌কে

লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর রবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বকে স্বীকার করতো।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

((قــل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ســيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السموات السـبع ورب العــرش العظيم سيقولون لله . قل أفلا تــتقون . قــل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجــار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون))

অর্থ: "বল, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। তখন তারা বলবে; সবই আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? উল, সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? অচিরেই তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? তখন তারা বলবে ঃ আল্লাহর। বল, তাহলে

কেমন করে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?" (সূরা মুমিনুন, আয়াত ঃ ৮৪-৮৯)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ
((ولئـــن ســــألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم))

অর্থ: "(হে রাসূল) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে,সৃষ্টি করেছেন পরাক্রান্ত সর্বজ্ঞ আল্লাহ। (সূরা যুখরুফ-৯)

((ولئـــن ســــالتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون))

অর্থ: "আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। সুতরাং তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" (সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত ঃ ৮৭)

সৃষ্টিগত ও শরীয়ত সংশ্লিষ্ট উভয় প্রকার বিষয়াদি আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশের অন্তর্ভুক্ত। তিনি যেমন তার হেকমত অনুসারে সৃষ্টিজগতে যা ইচ্ছা তার সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী ও ব্যবস্থাপক, তেমনি তিনি তার হেকমত অনুযায়ী যাবতীয় বিধি-বিধান ও এবাদত প্রবর্তনের একচ্ছত্র অধিকারী। তাই কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন এবাদত প্রবর্তনকারী অথবা বিধি-নিষেধের নির্দেশ প্রদানকারী গ্রহন করে তা হলে আল্লাহর সাথে তার শির্ক করা হবে এবং এর ফলে তার ঈমান প্রতিষ্ঠা হবেনা।

❁ ৩য়- *<u>আল্লাহর উলূহিয়্যাতের উপর ঈমান</u>*

এর অর্থ হলো- এই কথা স্বীকার করা যে, এককভাবে আল্লাহ তা'আলাই সত্যিকার মা'বুদ বা উপাস্য, এতে অন্য কেহ তাঁর শরীক নেই এবং সকল প্রকার ইবাদত বা উপসনা তাঁরই জন্য খালেছ করতে হবে।

“ইলাহ্”শব্দের অর্থ মালূহ বা মা’বুদ অর্থাৎ সেই উপাস্য যার প্রতি পূর্ণ ভালবাসা রেখে, তাঁর মহত্বের সম্মুখে অবনত মস্তকে ছওয়াবের আগ্রহ নিয়ে তার ইবাদত বা উপাসনা করা হয়। আর সত্য এবং হক মা’বুদ বলতে যে ইলাহকে বুঝায় তিনি হলেন এক মাত্র আল্লাহ্ যার কোন শরীক নেই।

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

((وإلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم))

অর্থ: “আর তোমাদের উপাস্য এক মাত্র একই উপাস্য। তিনি মহা করুণাময় দয়ালু ব্যতীত আর কোন সত্য মা’বুদ নেই।” (সূরা আল- বাক্বারা, আয়াত ঃ ১৬৩)

আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((شـــهد الله أنـــه لا إله الاهو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم))

অর্থ: “আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া কোন সত্য মা’বুদ নেই এবং ফিরেশ্তাগণ ও ন্যায়নিষ্ট জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি

ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

(আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৮)

তাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য গুণে বিশেষিত করলে তা হবে বাতিল। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন করীমে এরশাদ করেন ঃ

((ذلك بأن الله هو الحق وأن ماتدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير))

অর্থ: "তা এই জন্য যে আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে যাকে,তোমরা ডাক তা বাতিল এবং আল্লাহ পাক, তিনিই হলেন সুমহান সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা হজ্জ, আয়াত ঃ ৬২)

আর পিতৃ পুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে মা'বুদ মনে করে নিলে তা বাস্তবে মা'বুদে পরিণত হয়ে যায় না বরং শুধু নাম সর্বস্বই থেকে যায়। (কারণ তারা সবাই চেতনা ও অনুভুতিহীন। ওদের মধ্যে সত্ত্বাগত কোন গুণ নেই।) আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন শরীফে লাত, ওযযা, মানাত ইত্যাদি প্রতিমাগুলো সম্পর্কে বলেন ঃ

((إن هى إلا أسمآء سميتموها وآباءكم ما أنزل الله بهامن سلطان))

অর্থ: "এগুলো কতেক নাম বৈ কিছু নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেন নি।"

(সূরা নাজম, আয়াত ঃ ২৩)

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারাগারের সঙ্গীদেরকে বলেন ঃ

((يصــاحبي السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحــد القهــار. ماتعــبدون من دونه إلا أسماء ســميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذالك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون))

অর্থ: "হে কারাগারের সাথীদ্বয়, পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ভাল? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো

তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের পক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ্ ছাড়া কারও বিধান দেবার বা শাসনক্ষমতার কারো অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।”

(সূরা ইউসুফ আয়াত ঃ ৩৯-৪০)

তাই সকল নবী রাসূলগণ তাঁদের স্ব স্ব জাতিকে বলতেন:

“তোমরা আল্লাহরই এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদেও জন্য সত্যিকার কোন মা’বুদ বা উপাস্য নেই।

(সূরা আ’রাফ-৫৯)

কিন্তু যুগে যুগে মুশ্‌রিকগণ এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং বিভিন্ন ধরণের বাতেল উপাস্যকে আল্লাহর সাথে শরীক করে এদের উপাসনা করে।

তাদের সাহায্য কামনা করে এবং তাদেও কাছে ফরিয়াদ করে।

۞ আল্লাহ পাক মুশ্‌রিকদের এ ধরণের উপাস্যগ্রহণের বিষয়কে দুইটি যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেন:

প্রথম ঃ যাদেরকে তারা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছে ওদের মধ্যে উপাস্যগত কোন গুণ নেই। তারা সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী নয়। যেমন তারা কোন একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। আর ঐ সব মা'বুদগণ তাদের পুঁজারীদের না কোন উপকার সাধন করতে পারে, না তাদের কোন মুছিবত দূর করতে পারে, এবং তাদের জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়। আসমান ও যমিনের কোন কিছুর তারা মালিক নয় এবং এতে তাদের অংশও নেই।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

((واتخــذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئا وهم يخلقون. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا ولايملكون موتا ولاحياة ولانشورا))

অর্থ: "তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।" (সূরা ফুর্‌কান আয়াত ঃ ৩)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له))

অর্থ: "বল, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্ ব্যতীত। তারা তো নভোমণ্ডল ও ভু-মণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। এতে তাদের কোন অংশও নেই। এবং তাদের কেহ আল্লাহর সহায়কও নয়। আল্লাহ্র দরবারে কারো জন্য সুপরিশ ফলপ্রসু হবে না কিন্তু যার জন্য অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত।" (সূরা সাবা, আয়াত ২২-২৩)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((أيشـــركونَ مـــا لايخلـــق شيئا وهم يخلقون ولايستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون))

অর্থ: "তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারে।" (সূরা অ'রাফ, আয়াত ঃ ১৯১-১৯২)

আর যখন এই বাতেল উপাস্যদের এরূপ অসহায় অবস্থা, তখন তাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করা চরম বোকামী ও বাতেল কর্ম বৈ কিছু নয়।

দ্বিতীয় ঃ যখন মুশরিকরা স্বীকার করে যে এ নিখিল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক ও স্রষ্টাএকমাত্র আল্লাহ তা'আলা, যার হাতে সবকিছুর ক্ষমতা, যিনি আশ্রয় দান করেন, তার উপর কোন আশ্রয়দানকারী নেই; তখন তাদেও পক্ষে অনিবার্য্য হয়ে উঠে তাদেও স্বীকার করা যে, একমাত্র সেই মহান আল্লাহ তা'আলাই সর্বপ্রকার

এবাদত বা উপাসনার অধিকারী। যেমন তারা স্বীকার করে যে আল্লাহ পাক রবুবিয়্যাতে বা প্রভুত্বে একক ও অদ্বিতীয়, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

((يأيهـــا الـــناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذى جعل لكم الأرض فراشا والسمآء بناءً وأنـــزل من السمآء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون))

অর্থ: "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। তাতে অবশ্যই, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যে মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে তোমাদের জন্য ফল ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না।

বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।" (সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত ঃ ২১-২২)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((ولئــن ســألتهم مــن خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون))

অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" (সূরা যুখরুফ, আয়াত ঃ ৮৭)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((قــل مــن يرزقكم من السمآء والأرض أمن يملــك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخــرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فيسقولون الله. فقــل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون))

অর্থ: "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে? কিংবা কে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের

করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন-এই বিশ্বের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ। তখন তুমি বলো, তারপরেও কেন তোমরা তাকে ভয় করনা? অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের সত্যিকার প্রভু-প্রতিপালক। আর সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রন্তি ব্যতীত আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় পরিচালিত হচ্ছ?" (সূরাইউনুস,আয়াত৩১-৩২)

❁ ***চতুর্থঃ আল্লাহর নাম ও তার গুণাবলীর উপর ঈমান ঃ***

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের চতুর্থ দিক হল: তিনি আপন কিতাব পবিত্র কোরআন শরীফে উদ্ধৃত এবং রাসূলে করীম হতে বর্ণিত সহীহ হাদীস দ্বারা তার সর্ব সুন্দর নামসমূহ ও তার সর্ব্বোন্নত গুণরাজি যে ভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে ঠিক সেই ভাবে কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি,বা সাদৃশ্য আরোপ ব্যতীত এবং কোন ধরণ-গঠন নির্ণয় না করে আল্লাহর জন্যে তার শান মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করা।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

((ولله الأسمآء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون))

অর্থঃ "আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ। কাজেই তোমরা সে নাম ধরেই তাকে ডাক। আর ওদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বিকৃতি সাধন করে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৮০)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهوالعزيز الحكيم))

অর্থ: "আকাশ ও পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা রূম, আয়াত ঃ ২৭)

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ
((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))

অর্থ: "তার মত কোন কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আশ্ শূরা আয়াত ঃ ১১)

❁ আল্লাহ পাকের নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে দুটি দল পথভ্রষ্ট হয়েছে।

প্রথমদল: আল্-মু'আত্তিলাহ্ ঃ

এরা মহামহিম আল্লাহ পাকের সবকয়টি বা কোন কোন নাম ও গুণাবলী অস্বীকার করে, তাদের ধারণা যে আল্লাহর জন্য গুণাবলী প্রতিষ্ঠা করলে আল্লাহ পাককে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বা সমতুল্য করা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে।

তাদের এ ধারণা কয়েক কারণে বাতিল ঃ-

১। যদি আল্লাহর নাম ও গুণাবলী নেই বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে আল্লাহ্র কথার মধ্যে স্ববিরোধিতা প্রমাণিত হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর নাম ও গুণাবলী আছে বলে আমাদের জানিয়েছেন এবং তাতে তাঁর

কোন সদৃশ বা সমতুল্য নেই বলেও ঘোষণা দিয়েছেন।

২। দুটু বস্তু নাম বা গুণে অভিন্ন হলেও সার্বিক দিক দিয়ে যে সদৃশ হবে তা প্রয়োজনীয় নয়। আপনি দেখতে পান, দু'ব্যক্তি শ্রবণ, দৃষ্টি ও বাকশক্তির অধিকারী কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবিক গুণ ও উপরোক্ত শক্তিগুলোতে তারা সমান নয়।

আপনি দেখবেন, সব জন্তুদের হাত, পা ও চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তাদের এসব জিনিস এক প্রকার বা সমপর্যায়ের নয়।

যদি সৃষ্টির মধ্যে নাম ও গুণাবলীর অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অধিকতর পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকাই অধিকতর স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় দলঃ আল মুশাব্বিহা

এই দল আল্লাহর নাম ও তার গুণাবলী আছে বলে বিশ্বাস করে, তবে সাথে সাথে তারা আল্লাহকে তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের যুক্তি হলো যে, কোরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি

থেকে এটাই বুঝা যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদেরকে বোধগম্য ভাষায়ই সম্বোধন করেন।

তাদের এ ধরনের বিশ্বাস ভিত্তিহীন ও কয়েক কারনে বাতিল:-

১। যুক্তি ও শরীয়াতের আলোকে যাচাই করলে উপলব্ধি করা যায় যে, মহান রাব্বুল আলামীন কখনও সৃষ্টির সদৃশ হতে পারেন না। আর কোরআন ও সুন্নাহ থেকে এমন বাতিল বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

২। আল্লাহ পাক যদিও এমন ভাষা ও শব্দ দিয়ে তার বান্দাহদেরকে সম্বোধন করেছেন, যেগুলো মৌলিক অর্থগত দিক দিয়ে তাদের বোধগম্য; কিন্তু তার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সেগুলোর মূল হক্কীকৃত ও তত্ত্বের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কাউকে অবহিত করেননি। আল্লাহ তা'আলা নিজ সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানকে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য 'সর্বশ্রোতা' নাম হিসেবে ব্যবহার

করেছেন। শ্রবনের অর্থটা আমাদের বোধগম্য কিন্তু আল্লাহ পাকের শ্রবনগুণের মূল তত্ত্ব আমাদের জানা নেই। কেননা, সৃষ্টি কুলের শ্রবনশক্তির মধ্যে যখন সবাই সমান নয়, তখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষেত্রে অধিকতর তফাৎ থাকাই স্বাভাবিক।

অনুরূপ ভাবে যখন আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তিনি আরশে বিরাজমান। বিরাজমান হওয়াটা আমাদের বোধগম্য কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের বিরাজমান হওয়ার প্রকৃত রূপ, ধরণ ও তত্ত্ব আমাদের জানা নেই।

কারণ, সৃষ্টির বিরাজমান হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আমাদেও চোখে ধরা পড়ে। একটি স্থিতিশীল চেয়ারে বসা আর একটি চঞ্চল পলায়নপর উটের পিঠে বসা সমান নয়। আর যখন সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিরাজমান হওয়ার মধ্যে এমত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তখন স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিরাজমান হওয়ার মধ্যে ঢের ব্যবধান থাকা অধিকতর নিশ্চিত।

উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মুমেনদের জন্য যে সব উপকার সাধিত হয় তন্মধ্যে অন্যতম হলো:-

প্রথম: এমন ভাবে আল্লাহর তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা যাতে বান্দাহর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসার লেশ থাকে না এবং তিনি ছাড়া আর কারো এবাদত সে করেনা।

দ্বিতীয়: আল্লাহর সর্বসুন্দর নামসমূহ ও তার সুউচ্চ গুণাবলীর দাবী অনুযায়ী তার প্রতি ভালবাসা ও মহব্বতের পরিপূর্ণতা অর্জন।

তৃতীয়: আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন এবং তার নিষেধাবলী বর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন।

❁ *দ্বিতীয় ভিত্তি : ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান ঃ*

ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌ পাকের সৃষ্ট এক অদৃশ্য জগত। আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সদাসর্বদা ইবাদতে নিয়োজিত। তাদের মধ্যে প্রভুত্বের বা মা'বুদ হওয়ার কোন গুণ বা বৈশিষ্ট নেই। আল্লাহ তাঁদেরকে নিজ আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করার তাঁদেরকে ক্ষমতা দান করেছেন। আল্লাহ পাক তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

((ومــن عــنده لايســتكبرون عــن عــبادته ولايستحسرون. يسبحون الليل والنهار لايفترون))

অর্থ: "আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে, তাঁরা অহঙ্কারবশে তার ইবাদত করা হতে বিমুখ হয়না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তাঁরা দিন-রাত্রি তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং কোন সময় শৈথিল্য করেনা।"

(সূরা আম্বিয়া আয়াত ঃ ১৯-২০)

তাঁদের সংখ্যা এতবেশী যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেহ গুনা করে শেষ করতে পারবে না। সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আনাস (রাঃ) থেকে মে'রাজের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানে অবস্থিত 'বায়তুল মা'মুর' দেখেন। এই বায়তুল মা'মুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেস্তা প্রবেশ করে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনরায় প্রবেশ করার পালা আর আসবে না।

❁ ***ফেরেশ্তাদের প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :***

১। ফেরেশ্তাদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

২। কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যাদের নাম জানা আছে- যেমন, জিবরিল (আঃ)-তাঁদের নামে নির্দিষ্ট করে ঈমান আনা। আর যাদের নাম জানা নেই তাদের প্রতি সামগ্রিক ভাবে ঈমান আনা।

৩। কোরআনুল করীম ও হাদীস শরীফে বর্ণিত তাদের গুণাবলীর প্রতি

ঈমান আনা। যেমন জিবরাঈলের ব্যাপারে রাসূলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, তিনি তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন। তাঁর ছয়শত পাখা আছে এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছেন। আর ফেরেশ্‌তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। যেমন, আল্লাহ্‌ পাক যখন জিবরাঈল (আঃ) কে ঈসা (আঃ)-এর জননী মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তিনি তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

এভাবে জিবরাঈল (আঃ) একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একদা উপস্থিত হন- যখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বসা ছিলেন- এক অজ্ঞাত পুরুষের আকৃতি নিয়ে, যার পরিহিত পোষাক ছিল সাদা ধবধবে, মাথার চুল ছিল খুবই কালো। ভ্রমণের কোন লক্ষণ তাঁর উপর দেখা যাচ্ছিল না। সাহাবাগণের কেউ তাঁকে চিনতেও পারেনি। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে তাঁর হাটুর সাথে আপন হাঁটু মিলায়ে বসলেন এবং আপন

হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ইসলাম, ঈমান, এহসান এবং কিয়ামত ও তার লক্ষণাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলোর জবাব দেন। এরপর তিনি চলে যান। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (অর্থাৎ জিবরাইল চলে যাওয়ার অনেক্ষণ পর) সাহাবীদের বললেন ঃ

((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم))

অর্থ:" ইনি জিব্‌রাঈল ফেরেশতা, তোমাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন" (মুসলিম শরীফ)

এভাবে আল্লাহ পাক ইব্রাহীম ও লুত (আঃ) এর নিকট যে সব ফেরেশ্‌তাকে প্রেরণ করেছিলেন তারাও পুরুষলোকের অকৃতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪। ফেরেশতাগণের আমল বা কর্মসমূহের উপর ঈমান আনা, যা তারা আল্লাহর নির্দেশে পালন করে থাকে। যেমন ফেরেশতদের দিন-রাত তস্‌বীহ

পাঠ ও আল্লাহর এবাদত করা বিনা ক্লান্তি ও বিনা অলসতায়।

তাদের মধ্যে কোন কোন ফেরেশতা বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন; যেমন জিবরাঈল (আঃ), তিনি নবী রাসূলগণের প্রতি আল্লাহর কালাম ও ওহী বহন করেন; মীকাঈল(আঃ),তিনি আল্লাহর অদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ইসরাফীল (আঃ), তিনি মহা প্রলয়ের দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। মালাকুল মউত আজরাইল (আঃ), সমস্ত প্রাণী জগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত। যার মৃত্যু যখন এবং যে স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি সেখানে তার প্রাণ বিয়োগ ঘটান। মালিক(আঃ), তিনি দোযখের তত্ত্বা বধায়ক। একদল ফেরেশ্‌তা আছেন, যারা গর্ভজাত সন্তানদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। মাতৃগর্ভে যখন সন্ত ানের চার মাস পূর্ণ হয় তখন সেই সন্ত ানের কাছে আল্লাহ পাক একজন ফেরেশ্‌তা প্রেরন করেন এবং তাকে সেই মানবসন্তানের রিজেক্ব, মৃত্যুক্ষণ, আমল এবং সে সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যবান তা লিখার নির্দেশ প্রদান করেন। অনুরূপ ভাবে আরেক দল

ফেরেশ্‌তা আছেন যারা মানুষের আমল নামা সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। একদল ফেরেশ্‌তা মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর কবরে তাকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত। মৃত ব্যক্তি কবরে পুনরায় জীবিত হওয়ার পর দুজন ফেরেশ্‌তা এসে তাকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন : ১। তার রব বা প্রভু সম্পর্কে, ২। তার দ্বীন সম্পর্কে এবং ৩। তার নবী সম্পর্কে।

ফেরেশ্‌তদের প্রতি ঈমানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলোঃ

প্রথম : মহান আল্লাহপাকের মহত্ত্ব, অসীম শক্তি ও তার কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। কেননা, সৃষ্টির মহাত্ম্য স্রষ্টার মহাত্ম্য থেকে প্রাপ্ত;

দ্বিতীয় : আদমসন্তানের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন; যেহেতু তিনি অনেক ফেরেশ্‌তাদেরকে মানুষের হেফাজত, তাদের আমলনামা সংরক্ষণসহ তাদের বহুবিধ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত রেখেছেন;

তৃতীয় : ফেরেশ্‌তদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি; যেহেতু তাঁরা যথাযথ ভাবে আল্লাহ পাকের এবাদত সম্পাদন করে চলছেন।

একদল বিভ্রান্থলোক ফেরেশ্‌তাদের শারীরিক অবস্থানকে অস্বীকার করে। তারা বলেঃ ফেরেশ্‌তারা হলো সৃষ্টি কুলের মধ্যে নিহিত কল্যানশক্তি বিশেষ। তাদেও এই বক্তব্য আল্লাহর কিতাব, তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর হাদীস ও মুসলিম ঐক্য মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق مايشاء))

অর্থঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি আকাশমণ্ডল ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা' বৃদ্ধি করে দেন।" (সূরা ফাতির- ১)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

((ولـــو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق))

অর্থঃ "আর যদি তুমি দেখ! যখন ফেরেশ্‌তারা কাফেরদের জান কবজ্বা কওে এবং প্রহার করে তাদের মুখে ও তাদের পশ্চাদদেশে; আর বলে, জ্বলন্ত আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর।"

(সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৫০)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

((ولـــو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عـــذاب الهـــون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون))

অর্থঃ "আর যদি তুমি দেখ, যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য, তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তার আয়াতসমূহ বিশ্বাস না করে অহংকার করতে।"(সূরা আল আন-আম, আয়াত ৯৩)

আল্লাহ পাক ফেরেশ্‌তাগণ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

((حـــتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير))

অর্থ ঃ "যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়। তখন তারা পরস্পর বলে, তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলে, তিনি সত্যই বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান।" (সূরা সাবা, আয়াত ঃ ২৩)

বেহেশ্‌তবাসীদের সম্পর্কে অল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

((جنـــت عـــدن يدخلونهـــا ومـــن صلح من آباءهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار))

অর্থঃ "তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরাও। ফেরেশতা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে ঃ তোমাদের সবরের কারণে, তোমাদের

উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এই শেষ গন্তব্যস্থল কতই না চমৎকার।" (সূরা রাদ, আয়াত ঃ ২৩-২৪)

সহীহ বোখারী শরীফে আবু হুরায়রা (রাজিয়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

অর্থঃ "আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরাঈল (আঃ) কে ডেকে বলেনঃ আল্লাহ অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাঈল তাকে ভালবাসেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষনা করে দেনঃ আল্লাহ পাক অমুক বান্দাহকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসীগণ সেই বান্দাহকে ভালবাসেন। এর ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতেও সেই বান্দাহর গ্রহনযোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায়।"

সেই বোখারী শরীফেই আরেকটি হাদীস প্রসিদ্ধ সাহাবী হজরত আবু হুরায়রা(রাজিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

অর্থঃ "যখন জুম'ার দিন হয় তখন মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশ্‌তাগণ অবস্থান গ্রহন করেন। তারা নামাজে আগমণকারীদের নাম যথাক্রমে লিখতে থাকে। তারপর ইমাম যখন খুৎবার জন্য মিম্বরে বসে পড়েন তখন তারা তাদের ফাইল গুটিয়ে নেয় এবং খুৎবা শুনার জন্য তারা হাজির হয়ে যায়।"

এইসব আয়াত ও হাদীস স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, ফেরেশ্‌তাদের শারীরিক অস্থিত্ব রয়েছে, তারা শারীরিক অস্থিত্বহীন কোন শক্তি নয়; যেমন, বিভ্রান্ত লোকেরা বলে থাকে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মর্মার্থ অনুযায়ী এই ব্যাপাওে সমগ্র মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত আছে।

۞ তৃতীয় ভিত্তি:
আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টি জগতের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ স্বীয় নবী রাসূলগণের উপর বহু সংখ্যক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথের অনুসরণের মাধ্যমে করে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

۞ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

১। সর্বপ্রথম এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, এসব গ্রন্থাবলী মহান আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব মানব রচিত গ্রন্থ নয়।

২। নির্দিষ্ট নামে ঐ সব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, যেগুলোর নাম আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল কোরআন- হজরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তওরাত- ইহা অবতীর্ণ হয়েছে মুসা (আঃ) এর উপর, যবুর- নাজেল হয়েছে দাউদ (আঃ) এর উপর এবং ইঞ্জীল হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর।

আর যে সব আসমানী কিতাবের নাম আমাদের জানা নেই ,তার প্রতি সামগ্রিক ভাবে ঈমান আনবো।

৩। আসমানী গ্রন্থসমূহে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মত, শরীয়ত এবং তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে যে সব বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন, কোরআনে বর্ণিত সংবাদসমূহ এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অপরিবর্তিত অথবা অবিকৃত সংবাদসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

৪। আসমানী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত, যা রহিত হয়নি, এমন আদেশ সমূহের উপর আমল করা এবং মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করা ছাড়া হৃদয়ের সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের সাথে উহা মেনে নেয়া। ঐ সব হুকুমের হেকমত জানা থাকুক বা নাই থাকুক। আর কোরআনুল করীমের দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী

গ্রন্থসমূহ মান্সুখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সম্বোধন করে এরশাদ করেন ঃ

((وأنزلـــنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لمابين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه))

অর্থঃ "আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্য গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

(সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ঃ ৪৮)

একারণে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের কোন হুকুমের উপর আমল করা জায়েয হবে না, একমাত্র ঐসব হুকুম ব্যতীত যা বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কোরআনের দ্বারা তা প্রতিপাদিত ও বলবৎ রাখা হয়েছে।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলসমূহ ঃ

প্রথম: বান্দাহদের প্রতি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত ও অনুগ্রহ

সম্পর্কে জ্ঞান লাভ; যেহেতু তিনি প্রত্যেক জাতির প্রতি তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে কিতাব পাঠিয়েছেন;

দ্বিতীয়ঃ শরীয়ত প্রবর্তনে আল্লাহ পাকের হেকমত সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ; যেহেতু তিনি প্রতিটি জাতির প্রতি তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল শরীয়ত প্রবর্তন করে পাঠিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

অর্থঃ "আমি তোমাদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য শরীয়ত ও জীবনপদ্ধতি প্রবর্তন করেছি।"

(সূরা মায়েদা-৪৮)

তৃতীয়ঃউপরোক্ত এইসব নিয়ামতের জন্য আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন।

চতুর্থ ভিত্তি:
রাসূলগণের প্রতি ঈমান

رسل শব্দটি رسول এর বহুবচন। যার অর্থ কোন বিষয় পৌঁছানোর জন্য প্রেরিত দূত বা প্রতিনিধি। ইসলামী পরিভাষায় রাসূল সেই মহা ব্যক্তি, যার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা প্রচার করার জন্য তাঁকে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম রাসূল হলেন নূহ (আঃ), আর সর্বশেষ রাসূল হলেন আমাদেও প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده))

অর্থঃ "আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ঃ ১৬৩)

(দৃষ্টব্যঃ নবী রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত বাণীকে ওহী বলা হয়।)

সহীহ বোখারীতে হযরত আনাস বিন মালেক(রাঃ) থেকে শাফায়াতের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হাশরবাসী আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশের আশায় প্রথমে আদম (আঃ) এর নিকট আসবে। তখন আদম (আঃ) নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলবেন ঃ "তোমরা নূহ (আঃ) এর নিকট যাও। তিনি প্রথম রাসূল, যাকে আল্লাহ পাক মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করেন।... অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেন।"

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

((ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما))

অর্থঃ "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি

আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।" (সূরা আল আহ্‌যাব, আয়াত ঃ ৪০)

আল্লাহ্‌ তা'আলা যুগে-যুগে, দেশে-দেশে প্রত্যেক উম্মতের প্রতি সতন্ত্র শরীয়ত সহকারে রাসূল অথবা পূর্ববর্তী শরীয়ত নবায়নের জন্য ওহী সহকারে অব্যাহত ভাবে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী তাঁকে রাসূল বলা হয়। আর যাঁর প্রতি কোন নতুন শরীয়ত অবতীর্ণ হয় নাই, তিনি শুধু আগের শরীয়তের প্রচারক বা রাসূলের প্রতিনিধি তিনি হলেন নবী।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت))

অর্থঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি; এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে সরে থাকো।"

(সূরা নাহল, আয়াত ঃ ৩৬)

আল্লাহ পাক আরো বলেন ঃ

((إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير))

অর্থঃ "আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী আসেনি।"

(সূরা ফাতির, আয়াত ঃ ২৪)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((إنـــا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبـــيون الذيـــن أســـلموا للذيـــن هادوا والربا نيون والأحـــباربما اســـتحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء))

অর্থঃ "আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি, এতে রয়েছে হেদায়েত ও আলো; নবীগণ, যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা য়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ। কেননা তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।"

(সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত ঃ ৪৪)

۞ নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি, তারা মানুষ। কিন্তু তারা খোদায়ী কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী নন।

আল্লাহ্ পাক রাসূলশ্রেষ্ট ও তার কাছে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সম্পর্কে বলেনঃ

((قــل لا أملك لنفسي نفعا ولاضرا إلا ما شاء الله ولوكنــت أعلــم الغيــب لاســتكثرت من الخير ومامســني السـوء. إن أنــا إلا نذيــر وبشير لقوم يؤمنون))

অর্থঃ "আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই। কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জানতাম, তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করতে

পারত না। আমি তো একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।" (সূরা আল্-আলাফ, আয়াত ঃ ১৮৮)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((قــل إنى لاَ أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إنى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا))

অর্থঃ "বল, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বল, আল্লাহ তাআলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাব না।" (সূরা জ্বিন, আয়াত ঃ ২১-২২)

নবী-রাসূলগণও সাধারণ মানুষের ন্যায় মানবিক বৈশিষ্টে বিশেষিত। তাঁরাও পানাহার করতেন ও অসুস্থ্য হয়ে পড়তেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতির সামনে স্বীয় প্রভুর পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

((والــذى هو يطعمنى ويسقين. واذا مرضت فهو يشفين. والذى يميتنى ثم يحيين))

অর্থ: "আর যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন; যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর তিনিই আমার পুর্ণজীবন দান করবেন।" (সূরা আশা-শোআরা, আয়াত ঃ ৪৯-৮৪)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। আর যদি আমি ভুলে যাই তোমরা আমাকে স্বরণ করিয়ে দাও। (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পাক নবী-রাসূলগণকে তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থলে উবুদিয়্যাত বা দাসত্বগুণে বিশেষিত করেছেন। তাদের প্রশংসা করার বেলায়ও বান্দাহ বলে তাঁদেরকে আখ্যায়িত করেছেন। তাই আল্লাহ পাক নূহ (আঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

أنه كان عبدا شكورا

অর্থ: "নিশ্চয়ই সে ছিল আমার কৃতজ্ঞ বান্দাহ।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৩)

মহানবী মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((تـبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا))

অর্থ: "পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাহর প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়।"

(সূরা আল ফুরকান, আয়াত ঃ ১)

আল্লাহ পাক কোরআন করীমে হজরত ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর ব্যাপারে এরশাদ করেন ঃ

((واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيـدي والأبصـار. إنـا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار))

অর্থ:"স্মরণ কর, আমার বান্দাহ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সুক্ষ্মদর্শী। আমি তাদের এক বিশেষ গুণ পরকালের

স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করে ছিলাম। আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অর্ন্তভুক্ত।"

(সূরা ছোয়াদ, আয়াত ঃ ৪৫-৪৭)

{সারকথা ঃ আল্লাহর বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যদার বিষয়। তাই, আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণ ও নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো বান্দাহরূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারন, আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা ইবাদত করাই অমর্যাদার বিষয়। আর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামী করাই অমর্যাদার কাজ। যেমন, খ্রীষ্টানেরা হজরত ঈসা মসীহ (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র ও তাদের অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরেকরা, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা তাদের দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা-আর্চনা শুরু করেছে। এভাবে গোর পূজারীরা আওলীয়াদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদের কবর পূজায় লিপ্ত হয়েছে।] -অনুবাদক

হযরত ঈসা (আঃ)সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((إن هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل))

অর্থ: "সে তো আমার এক বান্দাহই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বনী ইসরাঈলের জন্য এক আদর্শ।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৯)

❁ রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রথম ঃ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সমস্ত নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। তাঁদের কোন একজনের প্রতি কুফরী বা কোন একজনকে অবিশ্বাস করা সবার প্রতি কুফরী করার নামন্তর। যেমন, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন ঃ

((كذبت قوم نوح المرسلين))

অর্থ: "নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে।" (সূরা শু'আরা, আয়াত-১০৫)

আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপকারী বলেছেন, অথচ,সেই সময় হজরত নূহ ব্যতীত অন্য কোন রাসূল ছিলেন না। তাই খ্রীষ্টানগণের মধ্যে যারা মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মিথ্যারোপ করে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করেনা, তারা বস্তুতঃ ঈসা মসীহ্ (আঃ) কে অস্বীকার করলো তাঁর অনুকরণ ও আনুগত্য থেকে মুখ ফেরালো। কেননা, মরিয়ম- তনয় ঈসা (আঃ) বণী-ইসরাঈলকে মহা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন যে, তিনি তাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টাতা থেকে রক্ষা করে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

{অতএব, পূর্ববর্তী নবীগণকে যারা মান্য করে, তারা মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাঁকে অস্বীকার করে তারা যেন অন্য সব নবীকে এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।] -অনুবাদক

দ্বিতীয়: নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাদের নাম জানা আছে তাঁদের প্রতি তাদের নামে নির্দিষ্ট করে ঈমান আনা। যেমন- মুহাম্মদ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা, নূহ্ (তাঁদের প্রতি সালাত ও সালাম) উপরোল্লিখিত পাঁচজন হলেন নবী-রাসূলগণের মধ্যে বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে কোরআনুল করীমের দুই স্থানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। আল্লাহ পাক সূরা আহ্যাবে বলেনঃ

((وإذ أخذنـــا مـــن النبييـــن ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم))

অর্থ: "যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে ও তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম।" (সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৭)

{এ আয়াতে সাধরণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা উল্লেখ করার পর এ পাঁচজনের নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে,

নবীকূলের মধ্যে এরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।}

এভাবে দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আশ-শুরায় আছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

((شـــرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينابه إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه))

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সে পথই প্রবর্তন করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।" (সূরা আশ্ শুরা, আয়াত ঃ ১৩)

{এই আয়াতে মোট পাঁচজন রাসূলের কথা উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আঃ) ও সর্বশেষ মহানবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মাঝখানে পয়গাম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর নবুওয়ত স্বীকার করত। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ) এর ভক্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীমের পর এ দুজন রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।] -অনুবাদক

আর নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাদের নাম আমাদের জানা নেই, তাঁদের প্রতি সাধারণ ও সামগ্রিক অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

((ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك))

অর্থ: "আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি। তাঁদের কারো

কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।”

(সূরা আল মুমিন, আয়াত ঃ ১৮)

তৃতীয়ঃ কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাঁদের ঘটনাসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

চতুর্থ ঃ এই নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর আনিত শরীয়তের উপর আমল করা। আর তিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। মহান আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((فــلا وربــك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما))

অর্থঃ “অতএব, তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, ঐ পর্যন্ত কোন

লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে স্বীকার করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ঃ ৬৫)

{অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মত বিরোধ দেখা দিলে, বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরীয়ত অনুসারে মীমাংসা অন্বেষণ করতে হবে।] -অনুবাদক

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমানের ফলে যে সব গুরুত্বপূর্ণ উপকার সাধিত হয় তন্মধ্যে রয়েছে ঃ

১। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তার বান্দাহদের উপর বিরাট রহমত ও পরম অনুগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। যেহেতু

তিনি তাদের প্রতি আপন রাসূলগণকে প্রেরন করেছেন, যাতে তারা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং কি পদ্ধতিতে আল্লাহর এবাদত করতে হয় তা লোকদের স্পষ্ট করে বলে দেন। কেননা, মানুষ নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে স্বয়ং তা জেনে নিতে পারে না।

২। এই মহা নিয়ামতের উপর আল্লাহর শুকরিয়াহ্ জ্ঞাপন করা।

৩। নবী রাসূলগণের প্রতি মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁদের শান ও মর্যাদা উপযোগী প্রশংসা করা। কেননা, তাঁরা আল্লাহ পাকের রাসূল এবং তারা পুরাপুরিভাবে আল্লাহর ইবাদত আদায় করেছেন। মানব জাতির কল্যাণার্থে তারা রেসালতের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আদায় করেছেন এবং তার বান্দাহদের নছিহত করেছেন।

একগুঁয়ে কাফেররা তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে, এই বলে যে, আল্লাহর রাসূলগণ মানুষ থেকে

হতে পারেন না। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে তাদের এ ধারণা উল্লেখ করেন এবং তা বাতেল করে বলেন ঃ

((ومـــا منع الناس أن يؤمنوا إذجاءهم الهدى إلا قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السمآء ملكا رسولا))

অর্থ: "আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হেদায়েত। বল, যদি পৃথিবীতে ফেরেশ্‌তারা স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করত, তা হলে আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশ্‌তাকেই তাদের নিকট রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করতাম।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৯৪-৯৫)

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই ধারণা করে দেন এই অর্থে যে, আল্লাহর রাসূল

মানুষ হওয়া অপরিহার্য। কেননা, তারা পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত, যেহেতু এরা হলো মানুষ। আর যদি পৃথিবীবাসীরা ফেরেশ্‌তা হতো তা হলে তাদের প্রতি কোন ফেরেশ্‌তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত; যাতে সেই রাসূল তাদেরই মত একজন হয়ে দায়িত্ব পালন করতো।

অন্যত্র এভাবে আল্লাহ্ পাক রাসূলগণকে অবিশ্বাসকারীদের বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

((قــالوا إن أنتم إلابشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وماكان لــنا أن نأتــيكم بســلطان إلابــإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون))

অর্থ: "তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত

রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। তাদের রসূলগণ তাদেরকে বললেন ঃ আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাহদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়। ঈমানদারগণ কেবল আল্লাহরই উপর যেন ভরসা করে থাকে।" (সূরা ইবরাহীম আয়াত ঃ ১০-১১)

۞ *পঞ্চম ভিত্তি:*

আখেরাতের দিনের উপর ঈমান

আখেরাতের দিন বলে কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। যেদিন প্রতিফল প্রদান ও হিসাব-নিকাশের জন্য মৃত মানুষদের পুনরুত্থান করা হবে। ঐ

দিনকে ইয়াওমুল আখেরাহ বা শেষ দিন এ জন্যই বলা হয় যে, তারপর পৃথিবীর ন্যায় আর দিন-রাত থাকবে না। হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতীগণ তাঁদের চিরস্থায়ী বাসস্থানে স্থিতিশীল হবে এবং জাহান্নামীগণও তাদের ঠিকানায় স্থায়ীভাবে প্রবেশ করবে।

❁ *আখেরাতের প্রতি ঈমানে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যথাঃ-*

প্রথম: পুনরুত্থান দিবসের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা। যে দিন শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার হবে, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে এবং মানুষ নগ্ন দেহ, নগ্ন পা ও খত্না বিহীন অবস্থায় সমবেত হবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين))

অর্থ: "যে ভাবে আমি প্রথম বার সৃষ্টি শুরু করেছিলাম সেভাবে পুনরায় তাকে সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত। অবশ্যই আমি তা পূর্ণ করব।"

(সূরা আম্বিয়া-১০৪)

পুনরুত্থান: মৃত্যুর পর পুণরুত্থান সত্য, যা কোরআনে করীম ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং এর উপর মুসলমানদের ইজ্‌মা' অর্থাৎ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

((ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون))

অর্থ: "অতঃপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে।"

(সূরা মুমেনুন-১৫ ও ১৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

অর্থ:“কেয়ামতের দিন সব মানুষকে নগ্ন পা ও খত্না বিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।” (বোখারী ও মুসলিম)

পুনরুত্থান সাব্যস্ত হওয়ার উপর মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। এটিই হেকমতের দাবী। আল্লাহর হেকমতের দাবী হলো: এই পৃথিবীবাসীর জন্য পরবর্তীতে একটি সময় নির্ধারণ করা অনিবার্য, যাতে আল্লাহ পাক তার রাসূলদের মাধ্যমে বান্দাহর উপর যে সব কাজ-কর্মের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি তার প্রতিফল প্রদান করেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون))

অর্থ: “তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে আর ফিরে আসবে না?” (সূরা মুমিনুন, আয়াত ঃ ১১৫)

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলেন ঃ

((إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد))

অর্থ: "যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন তিনি অবশ্যই আপনাকে অঙ্গিকারকৃত প্রত্যাবর্তনস্থালে ফিরিয়ে নিবেন।"

(সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত ঃ ৮৫)

দ্বিতীয়ঃ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল প্রদানের উপর ঈমান আনা।

আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন বান্দাহর কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নিবেন এবং প্রত্যেকের যাবতীয় কাজ-কর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু-পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও তা দেখতে পাবে। আর ইহা কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমায়ে উম্মতের

দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم))

অর্থ: "নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই পানে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ থাকবে আমারই দায়িত্বে।" (সূরা গাশিয়াহ-২৫ ও ২৬)

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

((مــن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلايجزى إلا مثلها وهم لايظلمون))

অর্থ: "যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে, এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে সে উহারই সমান শাস্তি পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।" (সূরা আল আন'আম, আয়াত ঃ ১৬০)

((ونضـــع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شـــيئا وإن كـــان مـــثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين))

অর্থ: "আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও ক্ষুদ্র হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৪৭)

হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسـلم قــال- إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا فـيقول ؟ نعـم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه هلك قــال قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس

الخلائــق أهــولاء الذيــن كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين (متفق عليه)

অর্থ: 'আল্লাহ পাক শেষ বিচারের দিন ঈমানদার ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে তাকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার এই এই পাপ সম্পর্কে অবগত আছ? সে উত্তরে বলবে, হ্যাঁ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এভাবে যখন সে তার পাপসমূহ স্বীকার করে নিবে এবং দেখবে যে,সে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে গিয়েছে, তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার পাপসমূহ গোপন করে রেখেছিলাম এবং আজ তোমার জন্য তা ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তাকে তার নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকগণকে সকল সৃষ্টির সমাবেশে ডেকে বলা হবে। এরাই সেসব লোক, যারা তাদের প্রভু-প্রতি পালকের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ রয়েছে।' (বোখারী ও মুসলিম)

অপর এক সহীহ হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে:

অর্থ: 'যে ব্যক্তি কোন একটি সৎকাজ ইচ্ছা করে, এবং পরে তা সম্পন্ন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ থেকে সাতশত গুণ সাওয়াব বেশী লিখে রাখেন, বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় আরো বেশী দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি একটি গুনাহর ইচ্ছা করে, এবং পরে সে তা বাস্তবায়িত করে, আল্লাহ পাক তার নামে শুধু একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ করেন।'

۞ ইসলামী আক্বায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের জীবনে সেখানকার হিসাব-নিকাশ শাস্তি ও পুরস্কার তথা প্রতিফল প্রদান সাব্যস্ত হওয়ার উপর মুসলিম উম্মাতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এটাই হেকমতের দাবী। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে গ্রন্থরাজি পাঠিয়েছেন, রাসূলগণকে প্রেরন করেছেন এবং তাঁদের আনিত দ্বীন গ্রহণ

করা ও উহার উপর আমল করা বান্দাহদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। নাফরমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব করেছেন, তাদের রক্ত, সন্তান-সন্ততি, মাল-সম্পদ ও নারীদেরকে মুসলমানদেও জন্য হালাল করেছেন। অতএব, যদি প্রতিটি কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরষ্কার প্রদান করা না হয় তা হলে এ সবই হয় অর্নথক, যা থেকে আমাদের সর্ববিজ্ঞ প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা পুত-পবিত্র।

এর প্রতিই আল্লাহ্ পাক ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

((فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين))

অর্থ: "অতএব আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে। অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব, বস্তুতঃ আমি

সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না। (সূরা আরাফ, আয়াত- ৬)

{অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্ব সাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? নবী রসূলগণকে জিজ্ঞেস করা হবে: যে সব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম সেগুলো আপনাদের নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কি না?} অনুবাদক

তৃতীয়ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং এর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা যে, এ দুটু স্থান মুমিন ও কাফেরদের চিরকালের শেষ আবাসস্থল।

জান্নাতঃ অফুরন্ত নেয়ামতের ঘর, আল্লাহ পাক সেসব মুমিন-মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা ঐ সব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে যে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা আল্লাহ পাক তাদের পক্ষে অপরিহার্য করেছেন এবং নিষ্ঠার সাথে তারা আল্লাহ তা'আলার

আনুগত্য ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করেছে। সেথায় অফুরন্ত নিয়ামতের ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে- 'যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষ তা মনে মনে কল্পনাও করতে পারেনি।'

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتهاالأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه))

অর্থঃ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই হলো সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান, চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিনী সমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তাদের জন্য যারা প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে।"

(সূরা আল বাইয়্যিনাত আয়াত- ৭-৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন ঃ

((فـلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون))

অর্থ: "কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়ণ প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা আছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ"

(সূরা সিজদা, আয়াত ঃ ১৭)

জাহান্নাম ঃ উহা আজাবের স্থান, যা আল্লাহ্ পাক কাফের জালেমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফ্রী ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাফরমানী করে। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার আজাব ও হৃদয়বিদারক শাস্তি, যা কারো কল্পনায়ও আসতে পারে না।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

((فاتقوا النار التي أعدت للكافرين))

অর্থ: "সেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য।"

(সূরা আলে ইমরান-১৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন ঃ

((إنـــا أعـــتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا))

অর্থ: "আমি জালেমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থণা করে তা হলে তাদেরকে পূঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদর মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে। কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় উহা এবং কতইনা মন্দ সেই আশ্রয়স্থল।"

(সূরা আল কাহাফ, আয়াত ঃ ১৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

((إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجـــدون ولـــيا ولانصـــيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا))

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তথায় কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যে দিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে, সে দিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও আমাদের রাসূলের আনুগত্য করতাম।"

(সূরা আল আহ্যাব, আয়াত ঃ ৬৪-৬৬)

❁ মৃত্যুর পর সংগঠিত সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অন্ত ভক্ত। যেমন-

(ক) কবরের পরীক্ষা

মৃত ব্যক্তির দাফনের পর ফেরেশ্তা কর্তৃক তাকে তার প্রভু-প্রতিপালক, তার ধর্ম ও তার নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঈমানদারগণকে কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ দ্বারা মজবুত করবেন এবং ঈমানদার ব্যক্তি বলবেঃ আল্লাহ্ আমার

প্রভু-প্রতিপালক, ইসলাম আমার ধর্ম, এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নবী। আর আল্লাহপাক জালেমদেরকে বিভ্রান্ত করবেন। কাফের বলবে: হায়! হায়! আমি তো কিছুই জানি না। আর মুনাফিক বা সন্দেহকারী বলবে: আমি কিছুই জানি না, তবে লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি, অতঃপর আমিও তাই বলেছিলাম।

(খ) কবরের আজাব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

কবরের আজাব জালেম কাফের ও মুনাফেকদের জন্য হবে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون))

অর্থ ঃ যদি আপনি দেখেন, যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয়-হস্ত প্রসারিত করে

বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অপমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে। (সূরা আল আন্‌-আম, আয়াত ঃ ৯৩)

আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরাউনের গোত্র সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

((النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب))

অর্থঃ "সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখেল কর। (সূরা গাফের, আয়াত ঃ ৯৩)

সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাজিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, 'যদি তোমরা মৃতদেরকে দাফন না করার আশঙ্কা আমার হতোনা, তা হলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করতাম যেন তিনি

তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনায়ে দিতেন, যা আমি শুনে থাকি।' তারপর সাহাবাগণের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বললেন: 'তোমরা দোযখের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।' তাঁরা বললেন, আমরা দোযখের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। অতঃপর তিনি বললেন: 'তোমরা কবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।' তাঁরা বললেন, আমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'তোমরা জাহেরী ও বাতেনী ফেত্‌নাসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা কর।' তাঁরা বললেন, আমরা জাহেরী ও বাতেনী ফেত্‌নাসমূহ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।তিনি বললেন: 'তোমরা দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।' তাঁরা বললেন, আমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আর কবরের নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য সত্যিকার মুত্তাকীদের জন্য।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

((إن الذيـــن قـــالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكـــة ألا تخـــافوا ولاتحـــزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون))

অর্থ: ”নিশ্চয়, যারা বলে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর এর উপর তারা অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশ্‌তারা অবতীর্ণ হয়ে বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শুন।” (সূরা ফুস্‌সিলাত, আয়াত ঃ ৩০)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন ঃ

((فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان وجنت نعيم .....))

অর্থ: “অতঃপর যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদেও অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখনা। যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব

না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফেরাওনা কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি সে নৈকট্যশালীদের একজন হয়, তবে তাঁর জন্য আছে সুখ-সাচ্ছন্দ্য,উত্তম রিযিক ও নেয়ামতভরা উদ্যান।...(সূরার শেষ পর্যন্ত)"

(সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত ঃ ৮৮)

۞ হযরত বারা ইবনে আ'যিব বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি কর্তৃক কবরে ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর, এক আহ্বানকারী আসমান থেকে আহ্বান করে বলবে, আমার বান্দাহ সত্য বলেছে। তোমরা তার জন্য জান্নাতে বিছানা করে দাও, তাকে জান্নাতের পোষাক পরিধান করিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের একটা দরজা খুলে দাও। অতঃপর তাঁর কবরে জান্নাতের সুগন্ধী আসতে থাকবে এবং তার জন্য কবর চক্ষুদৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্থ করা হবে।

(ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ)

আখেরাতের প্রতি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অনেক উপকার রয়েছে; তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১। পরকালের সুখ-শান্তি ও প্রতিফলের আশায় ঈমান অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যে আমল করার প্রেরণা ও স্পৃহা সৃষ্টি হয়।

২। পরকালের আযাব ও শাস্তির ভয়ে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাফরমানী করা ও উহার উপর সন্তুষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা।

৩। আখেরাতের নেয়ামত ও ছাওয়াবের আশায় পার্থিব বঞ্চনায় মুমিনের আন্তরিক প্রশান্তি লাভ।

কাফেরগণ মৃত্যুর পর পূনরুজ্জীবন অস্বীকার করে। তাদের ধারণায় এই পুনরুজ্জীবন অসম্ভব।

কাফেরদের এই ধারণা বাতিল। কারন, মৃত্যুর পর পুণরুত্থানের উপর শরীয়ত, ইন্দ্রিয় ও যুক্তিগত প্রমাণ ওয়েছে:

(ক) শরীয়তের প্রমাণঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذالك على الله يسير))

অর্থ: "কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুণরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই তা হবে, আমার পালনকর্তার কসম। নিশ্চয়ই তোমরা পুণরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

(সূরা আত্ তাগাবুন, আয়াত ঃ ৯)

উপরন্তু, সব আসমানী গ্রন্থ পুনরুত্থান ছাবেতের ব্যাপারে একমত।

[১- আল্লাহ্ ভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির চাবিকাঠি ঃ সুষ্ঠ বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্ত করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, শুধু আদালতের দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি, বরং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা-

প্রজা ও শাসক-শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে এবং তা যথাযথ ভাবে পালন করতে সচেষ্ঠ হবে।] - অনুবাদক

(খ)ইন্দ্রিয় শক্তির আলোকে প্রমাণ:

আল্লাহ পাক এ পৃথিবীতে মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করে তার বান্দাহদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ করেছেন। সূরা আল্ বাক্বারার মধ্যে এর পাঁচটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম উদাহরণঃ হজরত মূসা (আঃ)এর ঘঁনা। যখন মুসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের সত্তর জন লোককে মনোনীত করে, তাঁর সঙ্গে তূর পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে, তারা আল্লাহর বাণী স্বয়ং শ্রবণ করেও ঈমান আনলো না এবং বলল, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্য দেখবো ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করব না। এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল।

অতঃপর মুসা (আঃ) এর দোয়ায় আল্লাহ্ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পূণজীবিত করে ছিলেন। আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন ঃ

((واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثنا كم من بعد موتكم لعلكم تشكرون))

অর্থঃ "আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্য দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমদেরকে পাকড়াও করল বজ্রপাত। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলো। তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে পূনরায় জীবন দান করেছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।"

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ৫৫-৫৬)

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ নিহত ব্যক্তির ঘটনা। বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয় এবং হত্যাকারী

কে তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে একটি গরু জবাই করে তার একটি অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করার আদেশ দিলেন। অতঃপর তারা সেইভাবে আঘাত করলে ঐ জীবিত হয়ে উঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলে দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

((واذ قتلــتم نفسا فادارأ تم فيها والله مخرج ما كنــتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون))

অর্থঃ "যখন তোমরা একজনকে হত্যা করার পর, সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আমি বললাম। গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনসমূহ প্রদর্শন করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।"

(সূরা আল্ বাক্বারা, আয়াত ঃ ৭২-৭৩)

তৃতীয় উদাহরণ ঃ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলের কিছু লোক, কোন এক শহরে বাস করতো। সেখানে, কোন মহামারী বা মারাত্মক রোগ-ব্যধির প্রাদুর্ভাব হয়। তখন তারা, মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য, জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। তাদের সবাইকে ঐ জায়গায় একসাথে মৃত্যু দিয়ে দিলেন এবং পরে তাদেরকে আবার জীবিত করেন।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((ألــم تــر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألــوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون))

অর্থঃ "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে

বেরিয়ে গিয়েছিল? আর তারা ছিল সংখ্যায় হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর পরম অনুগ্রহ শীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না।"

(সূরা বাক্বারা, আয়াত - ২৪৩)

চতুর্থ উদাহরণ ঃ সেই ব্যক্তির ঘটনা যে এক মৃত শহর দিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা দেখে সে ধারণা করে যে, আল্লাহ পাক এই শহরকে আর জীবিত করতে পারবেন না। অল্লাহ পাক তাকে একশত বছর মৃত রাখেন। তারপর তাকে জীবিত করেন। আল্লাহ পাক ক্বোরান শরীফে নিজেই ঘটনাটির বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেন ঃ

((أوكـالذى مـر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحي هذه الله بعد موتها. فأماته الله مائـةعام ثـم بعـثه. قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعـض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك

وشـــرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للـــناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمـــا فلمـــا تبين له قال أعلم أن الله على كلِ شيء قدير))

অর্থ: "তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যার বাড়ীঘরগুলো ধ্বংস-স্তুপে পরিণত হয়েছিল। বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন ? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশত বছর। তারপর তাকে পুনর্জীবিত করে বললেন, কতকাল মৃত ছিলে? বলল, আমি মৃত ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। আল্লাহ বললেন, তা নয়! এবং তুমি তো একশত বছর মৃত ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়দ্রব্যের দিকে, সেগুলো পঁচে যায়নি এবং দেখ, নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের

আবরণ কিভাবে পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(সূরা আল বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫৯)

পঞ্চম উদাহরণঃ

ইবরাহীম (আঃ)এর ঘটনা, যখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, তিনি কিভাবে মৃতকে পূণর্জীবিত করবেন, তা তাকে প্রত্যক্ষ করান।

{আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ইবরাহীম (আঃ) এর আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে। এ কারণে হযরত ইবরাহীম (আঃ)এরূপ নিবেদন করেছিলেন।}

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম(আঃ)কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন চারটি পাখী জবাই করে সেগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলোর উপর ছড়িয়ে

দেন। এরপর তাদের ডাক দিলে দেখা যাবে তাদেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে পূর্ণ আকারে ইব্রাহীমের দিকে ধাবিত হয়ে চলে আসছে।

আল্লাহ্ পাক ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন ঃ

((واذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى. قال فخذ أربعـــة مـــن الطير فصر هن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم))

অর্থঃ "আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর। আল্লাহ পাক বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? ইবৰাহীম বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্য চাচ্ছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের নিকট কেটে

টুকরো টুকরো করে নাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক, দেখবে, সেগুলো (জীবিত হয়ে) তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।"(সূরা বাক্বারা, আয়াত - ২৬০)

এগুলো বাস্তব ইন্দ্রিয়গত উদাহরণ যেগুলো কোরআন করীমে উল্লেখিত হয়েছে, মৃতদের পুনর্জীবিত করা যে সম্ভব তা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে। ইতিপূর্বে মৃতকে জীবিত করার আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হজরত ঈসা ইবনে মারয়াম (আঃ)-এর মো'জেযাহর ঈঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করে কবর থেকে উঠাতেন।

যুক্তির আলোকে পুণরুত্থানের প্রমাণসমূহ এবং সেগুলো দুইভাবে উপস্থাপন করা যায়

এক:-নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়াতা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর স্রষ্টা। আর যিনি প্রথম বার এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি পুনরুত্থানে দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। বরং তাতো আরো সহজ। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((وهوالــذى يــبدأ ألخلق ثم يعيده وهو أهون علــيه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم))

অর্থ:"তিনিই প্রথম বার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুর্ণর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্য অধিকতর সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে

সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমাশালী প্রজ্ঞাময়।

(সূরা রোম, আয়াত ঃ ২৭)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

((كمـــا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين))

অর্থঃ "যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে আমি পুণরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমি অবশ্যই তা পূর্ণ করব।" (সূরা আম্বিয়া আয়াত ঃ ১০৪)

(আস ইব্‌ন ওয়ালে মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? উত্তরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন)

যে লোক পচে গলে যাওয়া হাড্ডি পুনর্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে আল্লাহ পাক সে লোকের উত্তর প্রদানের জন্য তার নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

((وضرب لنا مثلا ونسى خلقه. قال من يحيى العظـــام وهى رميم. قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم))

অর্থ: "সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলঃ যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পুনরায় জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৭৮-৭৯)

দুই:- জমীন কখনও সবুজ বৃক্ষ-তৃন-লতাবিহীন মৃত হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক তখন বৃষ্টি বর্ষণ করে পুনরায় উহাকে জীবন্ত ও বিভিন্ন প্রকার শষ্য-শ্যামল দ্বারা ভরে তুলেন। যিনি এই জমীনকে মরে যাওয়ার পর জীবন্ত করতে সমর্থ, তিনি নিশ্চয়ই মৃত প্রাণীদেরকে পুনরায় জীবন্ত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((ومن آياته أنك ترى ألارض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذى أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير))

অর্থঃ "তার এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন তিনি জীবিত করবেন মৃতুদেরকেও। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।"

(সূরা ফুস্‌সিলাত আয়াত ঃ ৩৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থ: এবং আমি আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও পরিপক্ক শষ্যরাজি উদ্‌গত করি। আর সৃষ্টি করি সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর আমার

বান্দাহদের জীবিকাস্বরূপ; বৃষ্টির দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে পনরুত্থান ঘটবে।" (সূরাঃ ক্বাফ-৯-১১)

কাফেরদের সন্দেহ নিরশন ঃ

পথভ্রষ্ট একটি সম্প্রদায় কবরের আজাব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা এটা অসম্ভব ও বাস্তববিরোধী আক্বীদাহ। তারা বলে, কোন সময় কবর উন্মোক্ত করা হলে দেখা যায়, মৃত যেমন ছিল তেমন আছে। কবরের পরিসর বৃদ্ধি পায়নি বা উহা সংকুচিতও হয়নি।

শরীয়ত, ইন্দ্রিয়শক্তি ও যুক্তির বিচারে তাদের এ ধারণা বাতিল।

শরীয়ত:- কবরের আযাব ও উহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাবেত হওয়ার প্রমাণে ইতিপূর্বে কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহ ঈমান বিল আখিরাতের পরিচ্ছদে (খ) প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বোখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এক বাগানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দুজন লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল।-----[হাদীসের শেষ পর্যন্ত] এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আযাবের কারণ উল্লেখ করে বললেন: এদের একজন প্রস্রাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না এবং অপরজন চুগলখুরী করতো।

ইন্দ্রিয়শক্তি:–ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন সময় প্রশস্ত বাগান বা ময়দান দেখতে পায় এবং সেখানে শান্তি উপভোগ করতে থাকে। আবার কখনও দেখে সে কোন বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে অস্থির হয়ে থাকে এবং অনেক সময় ভয়ে জাগ্রত হয়ে যায় অথচ সে নিজ রুমে বিছানার উপর পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে। বলা হয়! ‘নিদ্রা মৃত্যুর সমতুল্য।’

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((الله يتوفـــي الأنفس حين موتها والتى لم تمت فـــى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخـــرى إلـــى أجل مسمى. إن فى ذالك لآيات لقوم يتفكرون))

অর্থঃ "আল্লাহ্ মানুষের প্রাণ হরণ করেন, তার মৃত্যুর সময়। আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

(সূরা আয যুমার, আয়াত ঃ ৪২)

যুক্তি বা বুদ্ধিঃ— যুক্তির আলোকে কবরের শাস্তি ও শান্তি।

ঘুমন্ত ব্যক্তি কখনো সত্য ও বাস্তবিক স্বপ্ন দেখে থাকে। হয়তবা সে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হাদীসে বর্ণিত আকৃতিতে

দেখল। আর যে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর আসল সূরতে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কেই দেখেছে। কারণ, শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। অথচ তখন সে নিজ কক্ষে আপন বিছানায় শায়িত। দুনিয়ার ব্যাপারে এসব সম্ভব হলে আখেরাতের ব্যাপারে কেন সম্ভব হবে না?

বরযখী জীবন অস্বীকারকারীদের প্রশ্নের জবাব ঃ

বরযখী জীবন অস্বীকারকারীদের ধারণা বা প্রশ্ন ছিল যে, যদি মৃতের কবর উন্মুক্ত করা হয় তা হলে দেখা যায় মৃত ব্যক্তি পূর্বে যেমন ছিল তেমন রয়েছে। কবরের পরিসর বাড়েনি বা কমেনি। এর উত্তর বিভিন্ন ভাবে দেওয়া যায় :-

১। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কাজের আদেশ করলে বা কোন ব্যাপারে সংবাদ

দিলে তা মান্য ও বিশ্বাস করা ছাড়া ঈমানদার নর-নারীর ভিন্ন কোন ক্ষমতা থাকে না। বিশেষ করে এজাতীয় অমূলক সংশয়-সন্দেহের ক্ষেত্রে। যদি অস্বীকার কারী ব্যক্তি শরীয়ত কর্তৃক সরবরাহকৃত বিষয়সমূহে যথাযথ চিন্তা-ভাবনা করে তা হলে সে এইসব সংশয়-সন্দেহের অসারতা অনুধাবন করতে পারে। বলা হয়:

'অনেকেই বিশুদ্ধ বক্তব্যের মধ্যে দোষত্রুটি খুজে বেড়ায়, অথচ প্রকৃত দোষ বা বিপদ তার রুগ্ন বুদ্ধিমত্তায়ই নিহিত।'

২। বরযখী জীবন সর্ম্পকিত খবরসমূহ ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের অর্ন্তভুক্ত। ইন্দ্রিয়শক্তির মাধ্যমে তা উপলব্দি করা যাবে না। যদি ইন্দ্রিয় বা অনুভূতির মাধ্যমে উপলব্দি করা যেতো তা হলে ঈমান বিলগায়বের উপকারিতা আর থাকেনা এবং অদৃশ্যজ্ঞানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

৩। কবরের শান্তি ও শাস্তি এবং প্রস্থতা ও সংকীর্ণতা কেবল মাত্র কবরবাসী মৃত ব্যক্তিই অনুভব কওে, অন্যেরা নয়। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে, কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না। আর যেমন সমবেত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হতো রসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শুনতেন ও কণ্ঠস্থ করতেন, কিন্তু সাহাবীগণ কিছুই শুনতেন না। অনেক সময় জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে আগমন করতেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে পাঠ করে শুনাতেন। হুজুর শুনতেন, ও দেখতেন, কিন্তু সাহাবীগণ টেরও পেতেন না।

৪। মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য ও সীমিত। সৃষ্টির অনেক বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয় ও চেতনা এবং জ্ঞানের উর্ধে।

এভাবে সপ্তাকাশ, যমীন ও এতদুভয়ের সব বস্তু আল্লাহর তস্‌বীহ্‌ পাঠ করে। তাদের এ তসবীহ্‌পাঠ সত্যিকারের। কিন্তু তা আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে। তা সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

((تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن. وإن من شئ الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم . إنه كان حليما غفورا))

অর্থঃ "সপ্তাকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি শহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা- শু'আরা আয়াত-৪৪)

আর এভাবেই শয়তান ও জ্বিনদের পৃথিবীতে গমনাগমন। জ্বিনদের একদল

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিরবে কোরআন শ্রবণ করার পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং আপন সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রত্যাবর্তন করে। এতদসত্বেও তারা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে।

এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((يابنى آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة- ينزع عنهما لبا سهما ليريهما سوءاتهما. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون))

অর্থ: "হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে(বিভ্রান্থ করে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় যে তাদের পোষাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছিল;যাতে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়।সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে; যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি

শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা ঈমান আনে না।
(সূরা আল আ'রাফ, আয়াত- ২৭)

আর যখন সৃষ্টিলোক পৃথিবীতে বিরাজমান সবকিছু উপলব্দি করতে পারেনা, তখন তাদের পক্ষে তাদের উপলব্দির বাইরে বিরাজমান যে সব অদৃশ্য বিষয়াদি ছাবেত রয়েছে সেগুলো অস্বীকার করা জায়েয হবেনা।

ষষ্ঠম ভিত্তি: ঈমান বিল্ ক্বদার অর্থাৎ ভাগ্যের প্রতি ঈমান

শরীয়তের পরিভাষায় 'ক্বদার' (قدر) শব্দের অর্থ: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় হেকমত ও জ্ঞান অনুসারে সৃষ্টিকুলের পরিমাপ-পরিমান বা ভাগ্য নির্ধারণ।

ভাগ্যের প্রতি ঈমানের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:-

প্রথম: এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, অনাদিকাল হতে অনন্তকাল পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার নিজের ও তার বান্দাহদের কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট সব কিছু সম্পর্কে সামগ্রিক ও বিশেষ ভাবে অবগত আছেন।

দ্বিতীয়: এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ্ পাক যা কিছু নির্দ্ধারণ ও সম্পাদান করেছেন সব কিছুই তিনি তার লাওহে মাহ্ফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন।

এ দুটো বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

((ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والارض.
إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير))

অর্থ: "তোমার কি জানা নেই, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন। নিশ্চয়ই উহা একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে। উহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ।

(সূরা আল হজ্জ্ব আয়াত ঃ ৭০)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ)বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টিজতের ভাগ্য সমূহ লিপিবদ্ধ করেন।

(সহীহ মুসলিম)

তৃতীয়: এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে,সমগ্র বিশ্বজগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হয়না। সেটি তার নিজের কার্যসম্পর্কিত হোক অথবা তার সৃষ্টির কার্যসম্পর্কিত হোক।

আল্লাহ পাক তার কার্যসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলেন ঃ

((وربك يخلق ما يشاء ويختار))

অর্থ: "আপনার প্রভু-প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।" (সূরা কাসাস, আয়াত-৬৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন ঃ

((ويفعل الله ما يشاء))

অর্থ: "আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"

(সূরা ইব্রাহীম-২৭)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

((هو الــذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم))

অর্থ: "তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ৬)

মাখলুকাতের কর্ম-কাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((ولوشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا كم))

অর্থঃ "যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত।"

(সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৯০)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

((ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون))

অর্থঃ "যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তারা একাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের বানোয়াট বুলিকে পরিত্যাগ করুন।"

(সূরা আল আন'আম, আয়াত ঃ ১৩৭)

চতুর্থ: এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ, তাদের সত্তা, গুণ এবং কর্ম তৎপরতাসহ সবই আল্লাহর সৃষ্ট। আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

((الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل))

অর্থঃ "আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।" (সূরা যুমার-৬২)

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

((وخلق كل شيء فقدره تقديرا))

অর্থ: "তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারপর উহা নির্ধারণ করেছেন পরিমিত ভাবে।" (আল-ফুরকান-২)

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেন যে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে ছেন ঃ

((والله خلقكم وما تعملون))

অর্থ: "আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে সব কর্ম সম্পাদন করছো সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন।"(সূরা আস্ ছাফফাত, আয়াত ঃ ৯৬)

এখানে লক্ষণীয় যে "ঈমান বিল ক্বদার" বা তক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মসমূহের উপর তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় না, বা সে অক্ষম হয়ে পড়ে না। কেননা, শরীয়ত ও বাস্তব অবস্থা বান্দাহর ইচ্ছার উপস্থিতি প্রমাণ করে।

১। শরীয়াতের আলোকে:

আল্লাহ্ পাক বান্দাহর ইচ্ছা প্রসঙ্গে এরশাদ করেন ঃ

((ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا))

অর্থ: "ঐ দিবস সত্য। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট তার প্রত্যাবর্তনস্থল তৈরী করে রাখুক।"

(সূরা নাবা-৩৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থ: "অতএব তোমরা তোমাদের শষ্য-ক্ষেত্রে (স্ত্রীদের কাছে) যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।" (সূরা বাক্বারা-২২৩)

আল্লাহ পাক বান্দাহর সামর্থ্য সম্পর্কে বলেনঃ

((فاتقوا الله ما استطعتم))

অর্থ: "অতএব তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর।" (সূরা আত্ তাগাবূন, আয়াত ঃ ১৬)

আল্লাহপাক অন্যত্র এরশাদ করেনঃ

((لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت))

অর্থঃ "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।" (সূরা আল্ বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৮৬)

{অর্থাৎ মানুষ সওয়াব সে কাজের জন্যই পাবে, যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তি সে কাজের জন্যই পাবে যা সে স্বেচ্ছায় করে।}

অনুবাদক

২। বাস্তবতার আলোকে ঃ

প্রত্যেক মানুষ জানে যে, তার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, সামর্থ্যও রয়েছে। এই দুই বিষয়ের বলে সে কোন কাজ করে বা কাজ থেকে বিরত থাকে। আর যা তার ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়, যেমন, চলাফেরা করা এবং যা তার অনিচ্ছাকৃত হয়, যেমন, কাঁপুনি; এই উভয় প্রকার কাজের মধ্যে সে পার্থক্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু বান্দাহর ইচ্ছা ও সামর্থ্য আল্লাহর ইচ্ছা ও সামর্থ্যের অধীন ও অনুগত।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

অর্থ: " যার ইচ্ছা সে যেন সঠিক পথে সরল হয়ে চলে। আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ইচ্ছার বাইরে

তোমাদের কোন ইচ্ছা কার্যকর হতে পারে না।" (সূরা তাক্ভীর-২৮-২৯)

যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ পাকের রাজত্ব, তাই তার রাজত্বে তার অজানা কিছু ঘটতে পারে না।

উপরোল্লেখিত আমাদের বর্ণনানুযায়ী তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস বান্দাহকে তার ওয়াজিব আদায় না করার অথবা পাপে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে কোন হুজ্জত পেশ করার সুযোগ প্রদান করেনা। সুতরাং তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস নিয়ে এই ধরণের হুজ্জত উপস্থাপন কয়েকটি কারনে বাতিল; তন্মধ্যে:-

প্রথম: আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

((سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم الا تخرصون))

অর্থ: "এখন মুশরেকরা বলবে, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনি ভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন ঃ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল।"

(সূরা আন্ আম, আয়াত ঃ ১৪৮)

যদি তক্বদীর হুজ্জত হত তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অবাধ্যতার কারণে শাস্তি দিতেন না।

দ্বিতীয়:আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

((رسـلا مبشـرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما))

অর্থ: “রাসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রাজ্ঞ।” (সূরা আন্ নিসা আয়াত ঃ ১৬৫)

যদি তক্বদীর পথভ্রষ্ট লোকদের জন্য হুজ্জ্বত হতো তবে নবী-রসূলগণ প্রেরিত হওয়ার উপরোল্লেখিত উদ্দেশ্য হাছেল হয়না। কেননা, নবী এবং রসূলগণের আগমনের পরেও অবাধ্যতা তকদীরের কারণে সংঘটিত হয়েছে।

তৃতীয়: বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ)-থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ‘তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার ঠিকানা বেহেশতে বা দোযখে লেখা হয়নি।’ উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি ভাগ্যের উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করে থাকব না? রাসূল তদুত্তোরে

বললেন ঃ না, আমল করতে থাক, যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তা সহজ পাবে।তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করলেনঃ

অর্থ: " আর যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং যা উত্তম তা সত্য বলে মেনে চলে আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।"

(সূরা লাইল-৭

মুসলিম শরীফের হাদীসে এইভাবে আসছেঃ

'যে যার জন্য সৃষ্ট তা তার জন্য সহজলভ্য হয়।'

তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখানে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তক্বদীরের উপর ভরষা করে থাকতে নিষেধ করেছেন।

চতুর্থঃ- আল্লাহ্ তাআলা বান্দাহকে কতিপয় বিষয়ের আদেশ এবং কতিপয় বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন। তাকে

তার ক্ষমতা ও সাধ্যের বাইরে কিছুই করতে বলেননি।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((فاتقوا الله ما استطعتم))

অর্থ ঃ অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা তাগাবুন-১৬)

আরো এরশাদ হচ্ছে-

((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))

অর্থঃ "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্ব দেন না।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৬)

যদি বান্দাহ কোন কাজ করার ক্ষেত্রে বাধ্যই থাকত, তাহলে তাকে তার সাধ্য ও ক্ষমতার বর্হিভূত এমন কাজের নির্দেশ দেওয়া হতো যা থেকে তার রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকতো না। আর সেটা বাতেল। তাই বান্দাহ ভুল, অজ্ঞতা বশতঃ অথবা জোরপূর্বক অনিচ্ছাকৃত কোন পাপ করলে তাতে তার গোনাহ হয় না।

পঞ্চম: আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীর তথা ভাগ্য সম্পর্কে বান্দাহর কোন জ্ঞান নেই। ইহা অদৃশ্য জগতের এক গোপন রহস্য। তক্বদীরের বিষয় সংঘটিত হওয়ার পরই কেবল বান্দাহ তা জানতে পারে। বান্দাহর ইচ্ছা তার কাজের পূর্বে থাকে; তাই তার ইচ্ছা আল্লাহর তাক্বদীর জানার উপর ভিত্তি করে হয়না। এমতাবস্থায় তক্বদীরের দোহাই দেওয়ার কোন অর্থ হয়না। যে বিষয় বান্দাহর জানা নেই সে বিষয়ে তার কোন হুজ্জত হতে পারেনা।

ষষ্টম: আমরা লক্ষ্য করি, মানুষ পার্থিব বিষয়ে সদাসর্বদা যথোপযুক্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী হয়ে থাকে। কখনও ক্ষতিকর ও অলাভজনক কাজে পা বাড়ায় না। তখন তাকদীরের দোহাই দেয় না। ধর্মীয় কাজে উপকারী দিক ছেড়ে দিয়ে ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে তাকদীরের দোহাই দেয় কেন? ব্যাপারটা কি উভয় ক্ষেত্রে এক নয়?

❁ প্রিয় পাঠক আপনার সম্মুখে একটি

উদাহরণ পেশ করছি যা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবে।

যদি কারো সামনে দুটি পথ থাকে। এক পথ তাকে এমন এক দেশে নিয়ে পৌঁছাবে যেখানে শুধু নৈরাজ্য, খুন-খারাবি, লুটপাট, ভয়-ভীতি ও দূর্ভিক্ষ বিরাজমান। দ্বিতীয় পথ তাকে এমন স্বপ্নের শহরে নিয়ে যাবে যেখানে শৃঙ্খলা নিরাপত্তা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সে কোন পথে চলবে? নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে যে সে দ্বিতীয় পথে চলবে, যেখানে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বলবৎ রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান লোক প্রথম পথে পা দিয়ে ভাগ্যের দোহাই দিবে না। তাহলে মানুষ আখিরাতের ব্যাপারে বেহেশতের পথ ছেড়ে দোযখের পথে চলে ক্বদরের দোহাই দিবে কেন?

❁ *দ্বিতীয় উদাহরণ*

রোগীকে ঔষধ সেবন করতে বললে তা তিক্ত হলেও সে সেবন করে। কোন বিশেষ খাবার নিষেধ করা হলে তা খায় না, যদিও তার মন তা খেতে চায়। এ

সব শুধু নিরাময় ও রোগমুক্তির আশায়। সে কদ্বারের তথা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে ঔষুধ সেবন থেকে বিরত থাকে না বা নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে না।।

তাহলে মানুষ আল্লাহ এবং তার রসূলের নির্দেশাবলী বর্জন এবং নিষেধাবলী অমান্য করে ভাগ্যের দোহাই দেবে কেন?

সপ্তম: যে ব্যক্তি তার উপর ওয়াজিব ত্যাগ করে অথবা পাপকাজ করে ভাগ্যের দোহাই দেয়, যদি তার ধন-সম্পদ বা মান সম্মানে কেউ যদি আঘাত হেনে বলে, এটাই তাকদীরে লেখা ছিল, আমাকে দোষারূপ করো না, তখন সে তার যুক্তি গ্রহণ করবে না। তাহলে কেমন করে সে তার উপর অন্যের আক্রমনের সময় তকদ্বীরের দোহাই স্বীকার করে না এবং সে আল্লাহর হককে আঘাত হেনে তকদ্বীরের দোহাই দেবে কেন?

উল্লেখ্য, একদা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর দরবারে এক চোরকে

হাজির করা হয়। তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেয়া হলে সে বলে! হে আমিরুল মুমেনীন! থামুন, আল্লাহ্ তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন বলে আমি চুরি করেছি। উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বললেন আমরা ও আল্লাহ্ তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন বলে হাত কর্তনের নির্দেশ দিয়েছি।

তক্বদীরের উপর ঈমানের বহুবিধ ফল রয়েছে; তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হলো ঃ

১। ঈমান বিল ক্বদর দ্বারা উপায়-উপকরণ গ্রহনকালে বান্দাহর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসার সৃষ্টি হয়; এমনভাবে যে বান্দাহ উপায়-উপকরণের উপর ভরসা করেনা। কেননা, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ তা'আলার তক্বদীরের আওতাধীন।

২। বান্দাহ তার কোন উদ্দেশ্য সাধিত হলে সে যেন নিজের সামর্থ্যের উপর উৎফুল্ল বা আত্মগর্বী হয়ে না উঠে। কারন, যা অর্জিত হয়েছে তা

সবই আল্লাহর নেয়ামত যা তিনি কল্যান ও সাফল্যের উপকরণ দ্বারা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর আত্মগর্বী হলে বান্দাহ এই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ভুলে যেতে পারে।

৩। ঈমান বিল ক্বদার দ্বারা বান্দাহর উপর আল্লাহর তক্বদীর অনুযায়ী যা কার্যকরী হয় তাতে তার অন্তরে প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা অর্জিত হয়। ফলে সে কোন প্রিয় বস্তু হারালে বা কোন প্রকার কষ্ঠ ও বিপদাপদ আপতিত হলে বিচলিত হয়না। কারন, সে জানে যে, সবকিছুই সেই আল্লাহর তক্বদীর অনুযায়ী ঘটছে, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিক। যা ঘটবার তা ঘটবেই।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেনঃ

((مــا أصـــاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبر أها إن ذلك على الله يســير - لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لايحب كل مختال فخور))

অর্থ: "পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যে সব বিপদাপদ আসে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তা একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর

পক্ষে অতি সহজ। এটা এজন্য, যাতে তোমরা যা হারিয়ে ফেলো তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লসিত না হয়ে উঠ। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত্ত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।”

(সূরা আল হাদীদ, আয়াত ঃ ২২-২৩)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: “মুমেনের ব্যাপারে আশ্চর্য্য হতে হয়; তার সব ব্যাপারেই কল্যাণ নিহিত। একমাত্র মুমেনের ব্যাপারেই তা হয়ে থাকে। আনন্দের কিছু হলে সে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে,তখন উহা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর যখন তার উপর কোন ক্ষতিকর বিষয় আপতিত হয় তখন সে ছবর ও ধৈর্য্য ধারণ করে, তখন তার জন্য উহাও কল্যাণকর হয়ে উঠে।”

(মুসলিম শরীফ)

❁ তক্বদীর সম্পর্কে দুটি সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে; তন্মধ্যে:-

একটি হলোঃ আল্ যাব্‌রিয়্যাহ ঃ

এরা বলেঃ বান্দাহ তাক্বদীরের কারণে স্বীয় ক্রিয়া-কর্মে বাধ্য, এতে তার নিজস্ব কোন ইচ্ছা শক্তি বা সামর্থ্য নেই।

দ্বিতীয়টি হলোঃ আলক্বদারিয়্যাহ ঃ

এদের বক্তব্য হলোঃ বান্দাহ তার যাবতীয় কর্ম-কাণ্ডে স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পন্ন, তার কাজে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বা কুদরতের কোন প্রভাব নেই।

শরীয়ত ও বাস্তবতার আলোকে প্রথম দল (জাব্‌রিয়্যাহ)-এর বক্তব্যের জবাবঃ

ক -শরীয়তঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তার বান্দাহর জন্য ইরাদা ও ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করেছেন এবং বান্দাহর প্রতি তার কার্য-ক্রিয়ার সম্বন্ধও আরোপ করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

((منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة))

অর্থঃ "তোমাদের কারো কাম্য হয় দুনিয়া আবার কারো কাম্য হয় আখেরাত।"(সূরা ইমরান, আয়াত ঃ ১৫৭)

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেন ঃ

((وقـل الحق من ربك- فمن شاء فليؤمن ومن شـاء فلـيكفر. إنـا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها))

অর্থঃ "বল, সত্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক। আমি জালেমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে।"

(সূরা কাহফ, আয়াত ঃ ২৯)

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন ঃ

((من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد))

অর্থঃ "যে সৎকর্ম করে সে নিজের উপকারের জন্যই করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তা তারই উপর বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাহদের প্রতি মোটেই যুলূম করেন না।

(সূরা ফুস্‌সিলাত-৪৬)

খ- বাস্তবতা :

সব মানুষেরই জানা আছে যে, তার কিছু কর্ম স্বীয় ইচ্ছাধীন, যা তার আপন ইচ্ছায় সম্পাদিত করে, যেমন খাওয়া-দাওয়া, পান করা এবং ক্রয়-বিক্রয় করা। আর কিছু কাজ তার অনিচ্ছাধীন, যেমন অসুস্থ্যতার কারণে শরীর কম্পন করা ও উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে পড়ে যাওয়া। প্রথম ধরণের কাজে মানুষ ইচ্ছাধীন কর্তা, এত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর দ্বিতীয় প্রকার কাজ-কর্মে তার কোন হাত নেই, এতে তার কোন ইচ্ছা কার্যকর হয়না।

শরীয়ত ও যুক্তির আলোকে দ্বিতীয় দল (ক্বদারিয়্যাহ)-এর বক্তব্যের জবাব:

ক - শরীয়ত:

আল্লাহ পাক সমস্ত বস্তুরাজির স্রষ্টা, জগতের সব বস্তু আল্লাহর ইচ্ছায় অস্তিত্ব লাভ করে। আল্লাহ পাক তার পবিত্র গ্রন্থে স্পষ্ট কওে বলেছেন যে, বান্দাহদের সব কর্ম-কাণ্ডও আল্লাহর ইচ্ছার অধিনে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

((ولوشـــاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولوشاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد))

অর্থ: "আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার প্রমাণাদি এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পরবর্তীরা পরস্পর লড়াই-বিগ্রহে লিপ্ত হতোনা। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেলো। অতঃপর তাদের কেউ তো

ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না। কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।”

(সূরা আল বাকারা আয়াত ঃ ২৫৩)

আল্লাহ পাক আরো বলেন ঃ

((ولــو شــئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين))

অর্থ: “আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য: আমি জ্বিন ও মানব উভয় দ্বারা অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।”

(সূরা সিজদা, আয়াত ঃ ১৩)

খ - যুক্তি:

একথা নিশ্চিত যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহর মালিকানাধীন এবং মানুষ এই বিশ্বজগতেরই একটি অংশ, তাই সেও

আল্লাহর মালিকানাধীন। আর মালিকানাধীন কোন সত্তার পক্ষে মালিকের অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার রাজত্বে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

ইসলামী আক্বীদাহর লক্ষ্যসমূহ

ইসলামী আক্বীদাহর লক্ষ্যসমূহ অর্থাৎ উহার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী যা সেই আক্বীদাহকে দৃঢ়ভাবে ধারন ও পালন করার ফলে অর্জিত হয়ে থাকে, সেগুলো অনেক ও বহুবিধ; যেমন:-

১। সর্বপ্রকার ইবাদত আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তাআলার জন্য খালেছ নিয়তে সম্পাদন করা। কেননা, তিনিই আমাদেও একমাত্র স্রষ্টা, এতে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাই, ইবাদত একমাত্র তারই জন্য হতে হবে।

২। আক্বীদার শুণ্যতার ফলে উদ্ভব নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে চিন্তাধারা ও বুদ্ধিমত্তাকে মুক্ত করা। কারণ, এই আক্বীদাহবিহীন ব্যক্তি আক্বীদাহশুন্য ও বস্তুপূজারী হয় অথবা কুসংস্কার ও নানাবিধ আক্বীদাহগত ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকে।

৩। মানষিক ও চিন্তাগত প্রশান্তি অর্জন। ফলে,না মনে কোন প্রকারের উদ্বেগ ও বিষন্নতা থাকে, না চিন্তাধারায় থাকে কোন অস্থিরতা। কারণ, এই আক্বীদা আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্ককে জোরদার ও সুদৃঢ় করে দেয়। ফলে, সে তার স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকের তাক্বদীর বা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। তার আত্মা লাভ করে শান্তি। ইসলামের জন্য তার অন্তও হয় উন্মোচিত এবং জীবনধর্ম হিসেবে সে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোন কিছুর দিকে তাকায় না।

৪। আল্লাহর ইবাদত, মানুষের সাথে লেন-দেন ও আচার আচরণে কাজ ও উদ্দেশ্যে পথবিচ্যুতি হতে নিরাপত্তা অর্জন। কেননা, যে ব্যক্তি তার আকীদাহকে রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ও তাদের অনুসরণের উপর স্থাপন করে তার আক্বীদাহই উদ্দেশ্য ও কর্মগত দিক দিয়ে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ হতে পারে।

৫। সব বিষয়ে সুচিন্তিত ও দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ নিতে সাহায্য লাভ হয়।

যাতে বান্দাহ সওয়াবের আশায় সৎ ও পুণ্যকাজের কোন সুযোগ হাতছাড়া করেনা এবং আখেরাতের কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তির ভয়ে সব ধরণের পাপের স্থান থেকে নিজেকে দূরে রাখে। কারণ, ইসলামী আক্বীদাহর অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে পুনরুত্থান ও কাজের প্রতিফল লাভের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

((ولكـــل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون))

অর্থঃ "প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার প্রভু-প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।"

(সূরা আল আনআম, আয়াত ঃ ১৩২)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এই লক্ষ্য সাধনের জন্য উৎসাহিত করে বলেন:

অর্থ: "শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম ও অধিক প্রিয়। প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যান নিহিত আছে। তোমার জন্য যা কল্যাণকর ও উপকারী তা করতে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। অপারগ ও অক্ষম হয়োনা। বিপদগ্রস্ত হলে এ কথা বলবে না যে, আমি যদি এটা করতাম, ওটা করতাম, তাহলে এমনটা হতো। বরং বল, আল্লাহ তাক্বদীরে যা রেখেছেন তা হয়েছে, আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন। কারণ, "যদি" শব্দটি শয়তানী কাজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।" (মুসলিম শরীফ)

৬। এমন এক শক্তিশালী জাতি গঠন করা যে জাতি আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার, উহার ভিত্তিসমূহ মজবুত ও উহার পতাকা সমুন্নত করার লক্ষ্যে দুনিয়ার সব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে জান ও মাল ব্যয় করবে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

((إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون))

অর্থঃ "তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর

সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যবাদী।"

(সূরা আল্ হুজুরাত, আয়াত ঃ ১৫)

৭। ব্যক্তি ও দল সংশোধন করে ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব ও সম্মানী লাভ করা।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

((من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون))

অর্থঃ "যে সৎ কর্ম সম্পাদন করে সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরুষ্কার দেব, যা তারা করত।"

(সূরা আল নাহল আয়াত- ৯৭)

উপরোক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে, ইসলামী আক্বীদার কতিপয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে সেগুলো অর্জনের তাওফীক দান করেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে দরূদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামদের উপর। আমীন।

সমাপ্ত

الفهرس

شرح أصول الإيمان

تأليف : فضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

- رحمه الله -

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

ترجمة

محمد عليم الله بن إحسان الله

اللغة البنغالية

إصدار

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأم الحمام

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ت : ٤٨٢٦٤٦٦ فاكس : ٤٨٢٧٤٨٩

ص ب :٣١٠٢١ ـ الرياض ١١٤٩٧

شرح أصول الإيمان

تاليف: فضيلة الشيخ العلامة

محمد بن صالح العثيمين

رحمه الله

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

ترجمة

محمد عليم الله بن إحسان الله

اللغة البنغالية

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأم الحمام
تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ت ٤٨٢٦٤٦٦ فاكس ٤٨٢٧٤٨٩ ص٠ب ٣١٠٢١ الرياض ١١٤٩٧

٣٣

ردمك: ١ـ ٤ـ ٩١٨٠ـ ٩٩٦٠

مطابع الحميضي
تلفون: ٤٥٨١٠٠٠ - فاكس: ٤٥٩٢٢١٧